HAND-BOOK

OF

BENGALI LITERATURE

PART II.

COMPILED BY

MAHENDRANATH BHATTACHARJYA, M.A. B.L.

Sixth Edition.
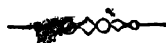
বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল্,

সঙ্কলিত।

ষষ্ঠাঙ্কন।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

কলিকাতা।

২৪ নং, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৮৮৩।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-সংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার অঙ্কিত হইল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, জীবনচরিত, সীতার বনবাস, বিধবা-বিবাহ; ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত কাদম্বরী ও রাসেলাস; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি ও উপাসক সম্প্রদায়; শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিক্ষা-প্রণালী; ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত বেকনের সন্দর্ভের বাঙ্গালা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কৃত রোমের ইতিহাস; শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ কৃত রামবনবাস; ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কৃত মহাভারতের ভাষা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বশাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের ভাষা অনুবাদ, এবং শুভকরী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ ও বিজ্ঞানরহস্য প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে কতিপয় প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রচারিত হইল। বিজ্ঞান-রহস্য হইতে যে কয়েকটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই কয়েকটী মাত্র এই পুস্তক প্রকাশয়িতার লিখিত। বাঙ্গালা গদ্য-লেখকদিগের আদিগুরু অশেষগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত প্রবন্ধ লইয়া যে পুস্তকের আরম্ভ, মাদৃশ সামান্য জন বিরচিত প্রস্তাব দিয়া তাহার উপসংহার করা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

সূচীপত্র।

হইয়া বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতিদ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণপূর্ব্বক বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন; সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনাদের রক্ষা করুন।

কালিদাস।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সেইসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদনে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালি-

দাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি আমাদিগের কালিদাসের ন্যায় সকল বিষয়ে সমানসৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত-কাব্য-সমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্তহৃদয়-গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর; বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি উপমা-বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা সংকলন করেন যে, পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়াছে; যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত; তিনি একটীও অনাবশ্যক, অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা

প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাব সঙ্কলনের নিমিত্ত একমুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই ; বস্তুতঃ এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি, এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালি-দাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব ; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব স্বীয় নাট-কের প্রস্তাবনাতে কালিদাসকে "কবিকুলগুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কালিদাসের নাম দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

কালিদাস এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি, এইরূপ অদ্বি-তীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়া-ছেন "যেমন বামন উন্নতপুরুষ-প্রাপ্য-ফল-গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।" কালিদাস অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাত-নামা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন ; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

জয়দেব।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। বীরভূমির প্রায়ঃ দশক্রোশ দক্ষিণে অজয়-নদের উত্তর তীরে কেন্দুলিনামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্বনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলিগ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থ, প্রতিবৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

গীতগোবিন্দ জয়দেব-প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহব, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায়ঃ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহাবিণী। জযদেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব-শক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃতকবি হইয়াছেন, ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সংগীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়,

গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইযাছে। জয়দেব পবম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকাবে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা বাধাকৃষ্ণেব লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন।

নিউটন কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ, অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহাব পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতি-স্থাপক-গুণোপেত অতিবিবল পদার্থবিশেষেব সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকেব উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন কবিলেন। তিনি অন্ধকাবাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট এক খণ্ড কাচ লইযা কপাটেব ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বাবা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত কবিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষাদ্বাবা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচেব মধ্য দিয়া গমন করিয়া এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তিব উপব সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তব অসাধারণ কৌশলপূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত কবিলেন—

আলোক পদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে, এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইযা থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

এক দিবস নিউটন উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণকারণবিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণানুসারে আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইযাছে।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; এবং তাঁহারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। কথোপকথনকালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল

ব্যক্তিই তাঁহার সহবাস বাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইলেও, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন; এবং কহিতেন, যাহারা জীবদ্দশায় দান না করে, তাহাদের দান, দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। আর আহারনিয়ম, সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতি-দীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখি-লেই, তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়া-ছিল। চরম দশাতে তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধসহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০ এ মার্চ্চ চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে।

উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন; এবং যে উপায়ে তিনি মনুষ্য-মণ্ডলী-মধ্যে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও মহার্থলাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুদিগের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ, এই উভয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদয় হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর তাঁহার সমুদায় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ লোকোত্তরবুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি, স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে, আমি বালকের ন্যায় বেলা-ভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্য-ভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছ্বলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সংকল্প করিয়া লৌকিকরক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষা-ব্রতের উদ্যাপন

করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস-দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা-দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন; তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, * * * কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনর্বার বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়; কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত-বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম-গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই

তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য-দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষা-গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।

সীতাকে বনবাস দিতে হইবে ভাবিয়া রামের খেদ।

হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্য-বাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরা-

ধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুভ্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম, নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই; আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্য-প্রায় বোধ হইয়াছে।

হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতেছ না, এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নাম গ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীরে নিতান্ত নিরপরাধী জানিয়াও, অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও

বিদীর্ণ হইতেছে না কেন ? অথবা, বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন ?

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ সংবরণ ও নয়নে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া, সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনপরিগ্রহ করিয়া, কাতরনয়নে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে তাঁহারাও, যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য ! আপনকার এই অবস্থা অবলোলোকন করিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখন অল্প কারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ুবেগপ্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাবা অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রজা-পালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চ-বটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপ-স্থিতিতে বলপূর্ব্বক সীতারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সীতা একাকিনী সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে, আমরা সুগ্রীবের সহায়তায়, সেই দুরাচাবেব সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে গ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছি, ইহাতে পৌবগণ ও জানপদ-বর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও অযশ ঘোষণা করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে পরিত্যাগ কবিব। সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পবম ধর্ম্ম। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা প্রশান্ত-মনে অনুমোদন প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।
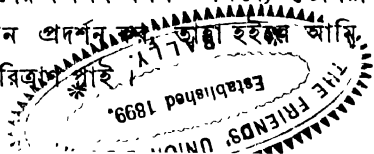
সন্ধ্যাকালে তপোবনের শোভা।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন সহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে, এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল, এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিনবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে

আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দশনবিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।

যৌবনকাল।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন অতিবিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে একপ্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়-তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা

বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই; প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণে স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ড কি প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের

বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার, ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেষ্টাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না

পারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইযা ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায ও প্রশংসা-ভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিযা অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্ব্বোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ। সাধু-গর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? পরিণামবিরস বিষয় ভোগে যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্ত হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায, রজ্জু বলিয়া কাল-সর্প ধরে।

তীর্থযাত্রা।

অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায়, তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলেও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবৃদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরিবর্ত্ত করাও উচিত নয়; কারণ, স্থান পরিবর্ত্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বকালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রতী থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোক তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে ভ্রমণ করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে তাহাদিগের পর ভ্রান্ত ও মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে তীর্থে যাইলে মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিবেক, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক নিবৃত্তি হইবেক, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটেন, কিন্তু এই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদয়

পাপ মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অন্ধ। এইরূপ ভাবিলে পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।

সুখের এক প্রধান কারণ জ্ঞান।

সুখ দুঃখের কারণপরম্পরা এত বিস্তৃত, এমত নির্দ্ধারিত, এত জটিল, অবাস্তব কারণবশতঃ এত বিভিন্নপ্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র, যে, সুখ দুঃখ ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যুক্তিশক্তি দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া অবস্থা অবলম্বন করিতে উৎসুক হন, অন্বেষণ ও বিচার কবিতে করিতেই তাঁহার কালক্ষেপ হয়। পরন্তু জ্ঞান যে সুখের এক প্রধান কারণ, তাহার সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে কেহই জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ কবিতে পারে না। সে সময় অন্তঃকবণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মন যত বিস্তৃত ও

বহুবিষয়ী হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখসামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগেরই অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় অথবা সংশয়াপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন। শীত, বাত, আতপাদি জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরা শাবীরিক পবিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন কবিয়া থাকেন। দুববর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপনাপন বন্ধুবান্ধব হইতে কেহ দূববর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনীতি-কৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতেব মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপব দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল গৃহে বাস করেন তাহা স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকাল-স্থাযী। তাঁহাদিগেব বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ও নীতিশাস্ত্রের উপদেশক।

জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ভয়েরও দাস নয়, আশারও অধীন নয়, ঈর্ষারও পরতন্ত্র নয়, ক্রোধেও প্রজ্বলিত হয় না, লোভেও মুগ্ধ হয় না, মমতা ও স্নেহেও আর্দ্র হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল যখন নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকে অথবা যৎকালে নভোমণ্ডলে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, উভয় কালেই দিনমণি যেরূপ সমভাবে গতায়াত করেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি হইয়া অবিকৃতচিত্তে ও সমভাবে সংসারের তরঙ্গ সহ্য করেন, ও নির্জ্জনপ্রদেশসুলভ সুখ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন; কোন কালেই তাঁহার অবিচলিত চিত্ত বিকৃত হয় না।

নীতিশাস্ত্রের উপদেশকদিগকে সহসা বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তাঁহারা যখন বাগাড়ম্বর করেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র মনুষ্যের চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র বা উৎকৃষ্ট নয়।

√পুরাবৃত্ত-পাঠের ফল।

কোন বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিব-

রণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে, ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ অতীত ঘটনার কার্য্য-স্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। অনুরাগ ও ঘৃণা অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে; যেহেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্যস্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পুরাবৃত্ত-পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত-পাঠদ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ্ ও দুঃখ নিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই

রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্ত-পাঠে অমনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যে হেতু, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা এবং অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের আলোক ও অন্ধকাব স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানেব প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায় পবিবর্ত্তেব বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহাদের উচিত নয়।

সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ।

এইরূপ এক গল্প আছে,—যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, আর দিন হইবেক না। সেইরূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, এইরূপ দুঃখেই চিরকাল যাইবেক, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। ফলতঃ যখন দুঃখ-রূপ মেঘ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আসিয়া বিস্তীর্ণ হয়, তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়া কিছুমাত্র আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সেই মেঘ কিরূপে অপসারিত হইবেক তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু দিবাবসানে যেরূপ রাত্রি এবং রাত্রির বিগমে যেরূপ উজ্জ্বল ও আলোকময় দিন দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পরেও সুখের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা-সমাগমে যমুনার শোভা।

এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্য-শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ-

মান হইবা, কখনও আপনার পবম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণপূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তাব দ্বাবা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহাব সুপ্রকাশিত বশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইযা কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতব শ্যামলবর্ণ হইয়া অন্তঃকবণ হবণ কবিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলবব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল; পশু পক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল; এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণেব নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

মিত্রতা।

কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি* উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু ব্যতিরেকে এ সংসার একটী অরণ্যমাত্র। অপর এক মহাত্মা † নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি ‡ লিখিয়া গিয়াছেন, সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটী সুরস ফল বিদ্যমান আছে;

* বেকন। † সিসিরো। ‡ হিতোপদেশকর্ত্তা।

কাব্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদ ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোব পদার্থ, তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পবিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনই মনোহর। বন্ধুব সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিত চিত্ত শীতল হয়, বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রেব সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আব কিছুতেই জন্মে না। তাঁহাব সহিত সহসা সাক্ষাৎকাব হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোকসন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হাস্যেব উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনেব পব অন্ন ভোজন কবিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইযা সুশীতল জল পান কবিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন কবিলে অঙ্গ-সন্তাপ দূবীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ, প্রিয়বন্ধুব সুমধুব সান্ত্বনাবাক্য দ্বাবা দুঃখিত জনেব মনেব সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ-সুধাব সঞ্চাব হয়।

কীর্ত্তিদেবীর মন্দির।

কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ন জনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন, এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতিরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহাদের হস্তস্থিত পুস্তকের কেমন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রুধারী, সহাস্য-বদন, প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। শুনিলাম, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হোমর। দক্ষিণভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বিবিধ-বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট

আছেন, এবং স্বকীয় সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিতেছিলেন। তিনি নাকি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষাও শতগুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ-শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এপ্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল, ডাণ্টী, মিল্‌টন্, সেক্সপিয়র প্রভৃতি শত শত বসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি অবস্থিত ছিলেন। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে মোহিত হইয়া গেল।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট-সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিয়া নিকৃষ্ট-সুখাধিকারী নিকৃষ্ট-জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্খ্য বিষয়ের অসঙ্খ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও কোন চমৎকারময়, সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল

ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকেব কদাচ অনু-ভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন কবিতে পারেন। মহার্ণবপরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বতশ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ, ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্থ পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন কবিয়া অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎ-সংক্রান্ত, ভূগর্ভ-বিনির্গত, গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ কবিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটনপূর্ব্বক হিমগিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণ-তলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জল-প্রপাত ত্বরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্রসলিলে করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহেব বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কতপ্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্র-

গণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচাব, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকাবই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা কবিয়া চমৎকার-সম্বলিত-সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয় অনুশীলন করিবার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়ন-দ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুবক্ত হইতে পারেন। আমরা যেপ্রকার ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সম্বলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত

শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষট্‌চন্দ্র-সহকৃত হর্ষেল গ্রহ, এবং চন্দ্রদ্বয়-সম্বলিত নেপ্‌চ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশমণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সঙ্খ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপারমহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার-স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগন-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক

কোনপ্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, ও সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট সৃষ্টে কাল হরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষেই উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধরিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়; তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং

অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্-ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে মনোমধ্যে পরম পবিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগশান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও সচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ, শরীর ভগ্ন হইলে ঐ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে

সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্র-কন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এইমাত্র বিশেষ। অতএব পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর-রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যুন্নত অতিদুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করে, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত

আমোদিত রাখিয়াছে * তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত-ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী † জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী-রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ-মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজাল-বৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এককালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিলসুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহারও আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ মুখ-মণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি-যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও

* কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, এইরূপ জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও পুস্তকমধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

† ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্র।

অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহাব আশ্রয় লইয়াছে এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ শূব-শেখর শিখ-জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন—ইহা স্মরণ ও চিন্তন কবা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র-শাখা-সমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষ-দিগের পদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বদ্ধ অলীকবৎ প্রলাপ-বাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত-কাল-গর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্ন-কল্পিত বাসনাব এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল!

শিক্ষক।

শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একান্ত দুরূহ। মনোগত ভাব সকল বাক্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করাই কঠিন কর্ম্ম। আবার সেই সকল ভাব ও অন্যের লেখার ভাব বাক্য দ্বারা বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যে কত কঠিন তাহা বলা যায় না। অনেক সুবিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ ছাত্রগণের সুখবোধ না হওয়াতে মরু-ভূমি-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যেরূপ যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বীজ বপন করিলে শস্য-সম্পত্তি লাভ হয় না, সেইরূপ অনেক বালকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি সুশো-ভনা থাকিলেও যে যেমন পাত্র তাহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান না করিলে বালকদিগের সুশিক্ষা-লাভ হইতে পারে না। কৃষিকর্ম্মের সহিত শিক্ষকতা কার্য্যেব অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন কোন্ সময়ে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা জানা কৃষকের পক্ষে সবিশেষ আবশ্যক, সেইরূপ কোন্ সময়ে কিরূপ উপদেশ দিলে তাহারা তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া শিক্ষকেরও নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেত্র-কর্ষণ, সার-ক্ষেপণ, যথাকালে বীজ-বপন, সময়োচিত বারি-সেচন, এবং অনিষ্টকর কণ্টক প্রভৃতি উৎক্ষেপণ না করিলে যেমন কৃষকের শ্রম সম্যক্‌রূপে সফল হওয়া দুর্ঘট হয়, সেই-রূপ শিশুদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিস্তেজ করিয়া তাহাদিগের

সুকোমল মানসক্ষেত্রকে উপদেশ-গ্রহণক্ষম না কবিলে, যথা-কালে সদুপদেশরূপ বীজ বপন না করিলে, এবং দৃষ্টান্তদ্বারা উপদেশের প্রামাণ্য ও উপযোগিতা সংস্থাপন না করিলে, কোন শিক্ষকই সফলপ্রয়াস হইতে পারেন না। যাঁহারা কিছুকাল অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন। যাঁহার উপরে বহুবালকের শিক্ষাদান-কার্য্যের ভার সমর্পিত থাকে, কেবল উপদেশ দান করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন হয় না, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, ও দণ্ডনেতার কার্য্যও করিতে হয়।

যাঁহার উপদেশ বলে বলবীর্য্যবিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনারহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান্ জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার উপদেশ বলে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরে সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার উপদেশ-বলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদেব গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহাব প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্র প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিবতিশয সুখসাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যা-লোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয প্রাপ্ত

হইয়া এককালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণপূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরম পবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ, ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না; কারণ, বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশদান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশদানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক।

উচ্চপদ।

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন, কিন্তু উচ্চ পদে অসুখ বিস্তর। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও ধর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান একপ্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা

নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট-তরে পড়ে এবং কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান-পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোক্ পড়ে, এবং তাহারা তিলপ্রমাণ দোষকে তালপ্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সংবরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্যরূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অন্ন চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে দুঃখের ভাগী শীঘ্রই বুঝিতে পারে, কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহাদিগের চিত্ত কার্য্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যাসক্ত থাকে যে আত্মানুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা একপ্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

কর্কশ হইও না। অনর্থক কার্কশ্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোককে চটাইবার আবশ্যক কি। খর হইলে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা করে। তর্জ্জন বা তিরস্কার করিবার সময়েও বিদ্রূপ কবা উচিত নয়। আপনার আসনস্থ হইয়া সুহৃজ্জন বা গুরুজনের অনুরোধ-রক্ষার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। অনুরোধ-রক্ষার্থ কর্ত্তব্য অবহেলন, উৎকোচহরণ অপেক্ষা গুকতর দোষ। সকলের কিছু উৎকোচ দিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কোনপ্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব অনুসন্ধানপূর্ব্বক উপরোধ জুটাইয়া আনা অতি সহজ, সুতরাং এরূপ পক্ষপাতী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। একটী প্রাচীন গাথা আছে "পদস্থ হইলে লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সজ্জন বা দুর্জ্জন অনাযাসেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।"

ব্যয়।

ধন, শুদ্ধ মান ও সৎকর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত, ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে, কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্তহস্ত হইলে পরিণামে রিক্তহস্ত হইতে হইবে।

আব ইহাও সাবধান থাকা উচিত যেন উপজীবিগণ কোনরূপে না ঠকাইতে পারে। বাহিরে এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা করিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা স্বল্প ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইলেই পবিতুষ্ট হও, তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় কবিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাও, তবে তৃতীয়াংশ মাত্র। হাজার বড় হইলেও আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম নহে। পাছে ভগ্ন দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয় বলিয়া অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তব আরো ভগ্ন হইবাব সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকাবস্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতিকারের আরম্ভ হইতে পারে। যাঁহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা না করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত কবিবার সময় অনেক বাছিতে হয়, ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্ত করিতে হয়, নতুবা পুবাতন কর্ম্মকর্ত্তারা কিছু দিনের পর প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়-ভাঙা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতে ত্রুটি করে না।

যদি আহারেব পারিপাট্য বিসয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসনের অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যান বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একবারে চারি দিকে মুক্তহস্ত হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে ক্রমে পরিশোধ কর, একবারে আনৃণ্য-গ্রহণার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে উচিত মূল্য হইবে

না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ এই যে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে। কিন্তু একবারে শুধিয়া ফেলিলে আবার অপ্রতুল ও আবার ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

অসূয়া ও মাৎসর্য্য।

গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান্ দেখিলে অসূয়া করে। লোকে হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাসে। যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহাদিগের চোখ টাটিয়া উঠে,এনিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য-লোপার্থ অসূয়া করে। যাহাদিগের আত্মচিন্তা নাই, শুদ্ধ পরসংক্রান্ত তাবদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে অত্যন্ত কুতূহল, তাহাদিগকে অসূয়ুস্বভাব জানিবে। যাহাদিগের প্রাধান্য কুল-ক্রমাগত, তাহারা একজন কুল-মর্য্যাদা-শূন্য প্রাকৃত ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে অসূয়া করে। যেমন পশ্চাদ্বর্ত্তী অভিমুখে প্রধাবিত হইলে স্থৈর্য্যদশায় পুরঃস্থ ব্যক্তির পরাধীনতা বোধ হয়, সেইরূপ তাহারা অন্যের উদয় দেখিলে আপনাদিগের ক্ষয় মনে করে। বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ, কঞ্চুকী ও জারজেরা প্রায় অসূয়ুস্বভাব হইয়া থাকে, কেন না তাহাদিগের নিজের অবস্থা সংশোধনের কোন উপায় নাই, পরকে খাট না করিলে তাহাদিগের আত্মাদর চরিতার্থ হয় না।

অভ্যুদয়ের সময় সাটোপ-বচনে লোকের উপর প্রভুতা প্রকাশ করিলে বা আড়ম্বর-সহকারে আত্মশ্লাঘা করিলে অসূয়া-ভাজন হইতে হয়, এনিমিত্ত বিজ্ঞেরা কখন কখন অতি সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট তুচ্ছ বিষয়ে পরিভব স্বীকার দ্বারা নিজ লাঘব ভানপূর্ব্বক তাহাদিগের গৌরব রক্ষা করেন। তাহাতে লোকে বিষয়-বিশেষে তদীয় ন্যূনতা দেখিয়া কিছু সন্তুষ্ট থাকে এবং তত অসূয়া করে না। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায়, কিঞ্চিৎ সাহঙ্কার-বচনে নিজ গুণের গৌরব প্রকাশ না করিলে লোকে অতি মৃদু ও অযোগ্যম্মন্য মনে করে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। লোকে যাঁহাকে অসূয়া করে তাঁহার কিছুতেই মনের সুখ নাই, একবার অসূয়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানও লোকে স্বার্থ বা দুরভিসন্ধিমূলক মনে করে। অসূয়ুরা নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাকেই খলতা কহে। খলেরা কোনরূপ অপকারে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে অন্ততঃ অমূলক অখ্যাতি করিয়াও নিজ নীচতা ব্যক্ত করে। অন্যান্য অন্তঃকরণ-বৃত্তির বিশ্রাম আছে, সর্ব্বদা আবির্ভাব-দশায় থাকে না, কাল ও বিষয় অপেক্ষা করে, কিন্তু কাম ও অসূয়া সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিয়া মন কলুষিত করিয়া রাখে।

শাস্ত্র-চর্চ্চা ।

অধ্যয়নে বহুদর্শী হয ; অন্যের সহিত আলোচনে উপস্থিত বক্তা হয় ; রচনা লিখনে পাকা সংস্কার হয়। যদি তোমার রচনা অভ্যাস না থাকে, তবে অসাধারণ মেধা থাকা চাই ; যদি অন্যের সহিত অনুশীলন না কর, তবে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আব যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তবে ন্যূনতা ঢাকিবার নিমিত্ত অনেক ফন্দি করিতে হইবে, নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হইবে না।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা জন্মে ; সাহিত্যে সূক্তিনৈপুণ্য হয ; পদার্থবিদ্যায় গাম্ভীর্য্য জন্মে ; ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা হয ; তর্ক-শাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য লাভ হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগত দৌর্ব্বল্য পরিহৃত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব শাস্ত্র অনুশীলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব আন্তরিক ন্যূনতা পরিহৃত হয।

সন্দেহ ।

অনেকে সব বিষয়েই সন্দেহ কবে, কিছুতেই তাহাদিগের মনঃপূত হয় না, তাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না ও তুচ্ছ ছল ধরিয়া লোকের নানা দুরভিসন্ধি কল্পনা করত সর্ব্বদাই মন কষায়িত করিয়া রাখে। এরূপ অভ্যাস সংশোধন করা অতি আবশ্যক। সন্দিগ্ধাত্মা ব্যক্তির মন কখনই প্রফুল্ল থাকে

না, সর্ব্বদাই বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে, কোন কার্য্যই সুচারু ও অব্যাহতরূপে নিষ্পন্ন হয় না। রাজা সন্দিগ্ধাত্মা হইলে প্রজা-পীড়ক হয়েন, বিজ্ঞজন সন্দেহী হইলে অব্যবস্থিত-চিত্ত ও বিষণ্ণস্বভাব হয়েন। ঈদৃশ-স্বভাব ব্যক্তিরাই অকারণে ভার্য্যার ব্যভিচার শঙ্কা করেন এবং তন্নিবন্ধন অতি বিশুদ্ধ দাম্পত্য-সুখে একবারে বঞ্চিত হয়েন। অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ হইলেই যে সন্দিগ্ধস্বভাব হয় এমত নহে। সন্দেহ একপ্রকার রোগ, মতিমান্ ব্যক্তিদিগকেও কথন ঐ রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাবা সন্দেহ পুষিয়া রাখেন না, কোন সন্দেহ উদয় হইলে বিলক্ষণ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাহার একতর কোটি অবধারণ কবেন। কিন্তু মূঢ় ও তামস-স্বভাব ব্যক্তিদিগের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়।

অনেকে খলতাপূর্ব্বক সাধুজনের প্রতি লোকের মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়া দেয়। যখন কোন সাধু ব্যক্তির উপব উক্তরূপে তোমার সন্দেহ জন্মে, তখন তাঁহারে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলা উচিত, এবং যে নিমিত্তে তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা খুলিয়া অবগত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, হয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মুখে সমুদায় বিবরণ শুনিয়া একবারে সকল সন্দেহ অপগত হইতে পারে, আর নয় সে ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ব্বরূপ সন্দেহজনক আচরণ হইতে বিরত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃ নীচ ও ক্ষুদ্র, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশটী খাটে না, তাহারা একবার অকারণে সন্দেহ-ভাজন বলিয়া জানিতে পারিলে জন্মের মত সাধু ব্যবহার বিসর্জ্জন দেয়।

পুরাবৃত্ত-পাঠের ফল।

জীবনচরিত-পাঠে যে উপকার লাভ হইয়া থাকে, ইতিহাস-পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ হয়। জীবন-চরিত পাঠ করিলে কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাস পাঠ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তিব আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবনচরিতে কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাসে সহস্র সহস্র ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনচরিত স্বরূপ। কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে, কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কোন্ জাতি প্রথমে সভ্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া কি দোষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কোন্ জাতি কি দোষ থাকাতে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, ইতিহাস-পাঠ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই মানুষের আপনার অবস্থা সংশোধন করিয়া উচ্চ পদে আরোহণ করিতে অভিলাষ হয়, এবং যে যে দোষ থাকাতে স্বজাতির ও স্বদেশেব অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব ইতিহাস-পাঠ সকলের পক্ষেই সবিশেষ আবশ্যক।

রোম ও রোমকদিগের বৃত্তান্ত।

রোমনগরের স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে অন্তঃকরণে অতিশয় বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়। রোমনগর ইটালির অন্তঃপাতী। এই নগর প্রথমে অতি বিশাল ছিল না; ইহাতে প্রথমে যে সমস্ত লোক বসতি করে, তাহারাও অসামান্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্রমে ক্রমে ইটালির অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় প্রদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের দিন দিন প্রভাব বৃদ্ধি দেখিয়া প্রতিবেশবাসীরা সাতিশয় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বিপক্ষগণ রোমকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার যত চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহাদিগের উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, বল এবং প্রতিভার প্রভা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঊর্দ্ধতন রোমকদিগের উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, লোভ-বিরহ এবং স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কতিপয় উদার গুণ দ্বারা প্রথমে রোমরাজ্যের আধিপত্য যেমন বহুদূর বিস্তারিত হইয়াছিল; তেমনি শেষে অধস্তন রোমকদিগের আলস্য, অনুৎসাহ, অর্থলালসা, ভীরুতা প্রভৃতি কতিপয় দোষ প্রবল হওয়াতে সেই বিশাল রোমরাজ্য এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। রোমরাজ্য, স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় সহস্র বৎসর কাল অখণ্ডিত ছিল। সহস্র বৎসর পরে অসভ্য-

জাতীয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলে।

রোমকদিগের রাজ্য-শাসন-প্রণালী অতিশয় চমৎকার ছিল। এমনি চমৎকার যে, তাহারা নানা নগর এবং নানা জনপদ এক নগরের ন্যায় শাসনে ও স্ববশে রাখিয়াছিল। ঐরূপ অদ্ভুত রাজ্য-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না।

রোমকদিগের আর সে রাজ্যপদ নাই, সে প্রভাব নাই, সে মহত্ত্ব নাই। কিন্তু সেই মহত্ত্বচিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইটালি, স্পেন, পোর্টুগাল, ফ্রান্স, এই কয়েক দেশের ভাষার সহিত রোমকদিগের ভাষার ঐক্য করিলে রোমকদিগের মহত্ত্বের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমকদিগের ভাষা লাটিন ভাষা। লাটিন ভাষা রূপান্তরে পরিণত এবং ন্যূনাধিকভাবে পবিবর্ত্তিত হইয়া ঐ কয়েক দেশের ভাষা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাও সর্ব্বতোভাবে লাটিন-সম্পর্কশূন্য নহে। যেমন সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ লাটিন না জানিলে ঐ কয়েক ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ সম্ভাবিত নহে। সংস্কৃত যেমন বাঙ্গালা ভাষার, লাটিন তেমনি ঐ কয় ভাষার, মূল। রোমকেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া স্বদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সমস্ত নূতন নিয়মের সৃষ্টি করিয়া যায়, ইউরোপখণ্ডের অনেক স্থলেই সেই সকল নিয়ম দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। রোমকদিগের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়ো-

জন নাই। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে, রোমকেরা অসাধারণ-বুদ্ধি-বলে যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সভ্যতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযা অধুনা ইউরোপখণ্ডে বিরাজমান হইতেছে। ফলতঃ ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই বোধ হইবে, যে, ইংরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জাতি অধুনা যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রোমকদিগের সভ্যতা তাহার বীজস্বরূপ।

যে জাতি প্রথমে অতি সামান্য ও অগণ্য থাকিয়াও নিজগুণে এবং বুদ্ধিবলে তৎকালপরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল; যে জাতি স্ববুদ্ধি-কল্পিত অদ্ভুত রাজ্য-শাসন-প্রণালীদ্বারা নানা নগরে এবং নানা জনপদে বিভিন্নস্বভাব লোকদিগকে এক নগরের লোকের ন্যায় স্ববশে রাখিয়া সহস্র বৎসর কাল দুর্ব্বহ রাজ্য-ভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছিল; যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ করিয়া শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল; যে জাতির সভ্যতামূল হইতে শত শত সভ্যতালতা বিনির্গত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডের নানা প্রদেশে শোভমান হইতেছে; সেই জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে যে, শত শত উপকার লাভ হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

রোমকদিগের রাজা।

অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থকারেরা বর্ণন করিয়াছেন, রাজা দেবতা-স্বরূপ; রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। অস্মদ্দেশীয়েরা গ্রন্থকারদিগের এই বাক্য প্রমাণ করিয়া রাজাকে যেরূপ দিক্‌পালের অংশসম্ভূত নররূপ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিত; রাজা বালক, অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহাকে যেরূপ পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিত, এবং রাজা দুরাচার ও নৃশংস হইলে যেরূপ তাহার অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিত; রোমকেরা রাজাকে সেরূপ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিত না; পূর্ব্ব রাজার পুত্রদিগকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে রাজাসনে সন্নিবেশিত করিত না; এবং রাজা অত্যাচারী হইলে কোন ক্রমেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিত না।

ফলতঃ আমাদিগের দেশে রাজার বিষয়ে ও রাজনিয়োগ বিষয়ে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, রোমে সেপ্রকার প্রথা ছিল না। রোমকেরা যাহাকে মনোমত ও উপযুক্ত বোধ করিত,তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত এবং রাজা দুরাত্মা হইলে তাহার রাজ্যশাসন-পরিত্যাগে যত্নবান্ হইত।

রোমনগরে রাজনিয়োগবিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রধান প্রাড়্‌বিবাক অপেক্ষা রোমীয় রাজার অধিক

ক্ষমতা ছিল না। রাজার যে সকল ক্ষমতা ছিল, তিনি তৎসমুদায় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমুদায় লোক সৎ ও সৎপথাবলম্বী নহে; স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুষ্টলোকেরা শিষ্ট লোকের উপর অনায়াসে অত্যাচার ও বল প্রকাশ করে। প্রজাগণ পরস্পর সেই অত্যাচার নিবারণে উদ্যত হইলে মহতী অনর্থপরম্পরা এবং দেশ-মধ্যে ভূয়সী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত প্রজা-গণ ঐক্যবাক্যে কোন প্রধানতম ব্যক্তির উপর আপনা-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আপনাদিগের সমুদায় ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপে প্রথমে রাজপদের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ঐ পদ কোন কোন দেশে অতিশয় পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রথমে যে যুক্তিতে রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সে যুক্তি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সমুদায়ই রাজার; প্রজাগণ যাহা কিছু ভোগ করে, তৎসমুদায় রাজপ্রসাদলব্ধ। সুতরাং রাজাও তত্তদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। কিন্তু রোম-কেরা রাজাকে সেরূপ জ্ঞান না করিয়া আপনাদিগের প্রতি-নিধিস্বরূপ বিবেচনা করিত, এবং রাজা উপরত হইলে স্বদত্ত সমুদায় ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিত।

রোমের রাজা পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে প্রজাগণের নিকট হইতে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে প্রধান সেনাপতির,

ব্যবহার-দর্শনকালে প্রধান প্রাড়্বিবাকের, এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রামচন্দ্র বনগমন করিলে তাঁহাকে আনয়নার্থ ভরতের চিত্রকূটপর্ব্বতে গমন।

ভরত রথারোহণপূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত অমাত্য সমভি- ব্যাহারে রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনপ্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্বপরিচিত পথে রথচালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ অবিলম্বে গ্রাম নগর জনপদ অতিক্রম করিয়া, তৎপরে শৃঙ্গবেরপুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্ত- চিত্তে শ্রবণ করিয়া এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সুমনীভূত হইলেন। এবং গুহকের অনুরোধ-ক্রমে তদ্দিন তথায় যাপন করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গুহকসহ গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে শ্রীরামের প্রস্থানপদবী পরিচিত হইয়া চিত্রকূটগিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গিগণ ক্রমশঃ অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনুযায়িলোক শ্রীরামদর্শন-লালসায় এত অধিক আসিয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত

হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জ্জন বন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহেষিত এবং সৈন্য ঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণেরে বলিলেন, বৎস! তুমুল কলরব শুনা যাইতেছে, হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া প্লুতগমন করিতেছে; বিহগগণ গগনমণ্ডলে গোলাকারে বিচরণ করিতেছে; অতএব বোধ হয়, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে উপস্থিত হইতেছে। অতএব দেখ, ইহারা কোন্ দিকে আইসে। লক্ষণ আদেশমাত্র বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালিত কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে। দেখিবামাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন; বোধ হয় কৈকেয়ীকুমার ভরত রাজ্যাভিষেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনাকোলাহল শুনা যাইতেছে। অপকারী দুরাচারী ভরতেরে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মার বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনকতনয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কোপোন্মুখ-মুখবিকার বিলোকন করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে, তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ। অসি বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি; আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য-সুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরাও ত বলবিন্যাস বা ব্যূহরচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্র-মণকারী বোধ করিতেছ। ভরতও খড়্গহস্ত হইয়া তোমার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছে না যে তাহাকে আত-তায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম কবিতেছ। আততায়ী হইলেই কি কেহ ভ্রাতৃবধ করিয়া থাকে? আপনাব প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে না দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য আসিতেছে। যদি তোমাব রাজ্যে অভিলাষ হয়, তবে ভরতে‌ে বলিয়া দিব, সে তোমারে রাজ্য অর্পণ করিবে। আর যদি ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাও। আমি সীতাসহচর হইয়া সচ্ছন্দে কানন পর্য্যটন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথা শুনিয়া লজ্জাবনতমুখে এক দিকে দণ্ডায়-মান রহিলেন।

এ দিকে ভরত সেনাপতিদিগকে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন; এবং স্বয়ং কতিপয়মাত্র বনেচর সহচর লইয়া গুহক সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে বলিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! যাবৎ রামচন্দ্রের রাজীব-লোচন, লক্ষ্মণের কোমল বদন বিলোকন করিতে না পারিব, যাবৎ অগ্রজের রাজলক্ষণলাঞ্ছিত চারু চরণ মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব, যাবৎ জ্যেষ্ঠ মহাশয়কে রাজসিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী না হইতে পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রত্নাসনশোভিনী না দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার লাঘব ও শান্তি হইবে না। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পরিশেষে চিত্রকূটপর্ব্বতের এক পার্শ্বে রামচন্দ্রের আশ্রমের অনলোদ্গত ধূমশিখা অবলোকন করিলেন। যেরূপ অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখা দর্শন করিলে আনন্দোদয় হয়, রামচন্দ্রের পবিত্র পাবকের ঊর্দ্ধোত্থিত ধূমরাশি দর্শন করিযা ভরতের চির-দুঃখিতান্তঃকরণে সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ অতি পরিষ্কৃত বোধ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে পর্ণকুটীরের পর্য্যন্তভাগে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগমহিষের করীষরাশি সঞ্চিত, কুশ ও কুসুম পরিক্ষিপ্ত, পূর্ব্বোত্তরপ্রবণা বেদি, প্রদীপ্ত পাবক, বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ সৈকততট, পত্রাচ্ছাদিত বিশাল পর্ণ-শালা-দ্বয়, মনোরম হইয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে মন্দা-কিনীপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাস-

গিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময় বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্রকৃতিপুঞ্জে এবং সজ্জনসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতেন, তিনি আজি বনবরাহ-মৃগকুল-পরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজি হরিণাজিনে কথঞ্চিৎ লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতে বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে সুন্দর কুসুমমালা ধারণ কবিতেন, তিনিই আজি কদাকার জটাভার বহন করিতেছেন। যাঁহার দূর্ব্বাদলশ্যাম নির্ম্মল তনু অগুরুচন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর আজি মলীমসক্লিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমার অগ্রজ আমার জন্যে এত দুঃখ পাইতেছেন, ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ জননীর অনিষ্টকারিণী প্রার্থনায়। অগ্রজের এত কষ্ট! এই বলিয়া বাষ্পবারি বিমোচন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পাদমূলে শত্রুঘ্নের সহিত উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক আর্য্য! এই কথা বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা নিতান্ত শিশু, দুর্গম অরণ্যে তোমাদের আবশ্যকতা কি? ভরত বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর কুলাচারবিরুদ্ধ প্রার্থনা অন্যথাভাব করিয়া রাজ্যভার স্বীকারপূর্ব্বক আমাদের প্রতিপালন ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করুন, নতুবা নিন্দাস্পদ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া

ভ্রাতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বৎস! অকারণে জননীকে দোষারোপ করিও না। মাতৃনিন্দা করিলে নিরয় গমন করিতে হয়, উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে, তুমি ও কথা আর মুখে আনিও না; আর আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করা হইবে না। পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। ধর্ম্মসঞ্চয় সার জানিয়া সত্যধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি, তাহা সঞ্চয় করিতে পারি নাই, এবং সত্যব্রতের উদযাপনও হয় নাই, আমি কোন ক্রমেই পিতার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিব না, যেরূপে পারি পিতার আদেশানুরূপ কার্য্য কবিতে হইবে। আর তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে তদনুসারে তুমি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন কর, কদাচ পিতার কথা অন্যথাচরণ করিও না। করিলে, অধর্ম্ম হইবে।

ভরত বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, আর্য্য! আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম; আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ কবিয়া স্বয়ং রাজা হউন; আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া কার্য্য করি। পিতাব মৃত্যু হইলেই অগ্রজ সমগ্র ভার ধারণ করেন; কনিষ্ঠেরা কোন কর্ম্মের নয়; তাহারা না গৃহকর্ম্মেই তৎপর, না উপার্জ্জনক্ষম; কেবল বিলাসিতা প্রকাশ করিতেই ভালবাসে। যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, তাহারা অগ্রজের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে;

রাজ্য পালন করিতে প্রভূত বিদ্যাবত্তা ও যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যকতা, আপনি কেন এ দুর্ভর ভাব অযোগ্যের উপর অর্পণ কবিতেছেন? যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার উপর সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজ্যশাসন প্রভূতবিদ্যা-বুদ্ধি ও অসাধারণ-বিচারশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার কার্য্য। যে আপনার ভার আপনি ধাবণ করিতে অক্ষম, সে পৃথিবীব ভার ধারণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই পারে না। আপনি সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত, স্বয়ং সকল বিষয়ের সমাধান করিতে তৎপর; অতএব বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ কবিযা প্রজাপালন করুন; আমার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে আপনার প্রতিনিধি হইয়া বনে বাস করা আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার; ইহাতে অসাধাবণ বুদ্ধি ও বিবেচনা আবশ্যক কবে না; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করা যায়; অন্যেব আহারের জন্য ভাবিতে হয় না। আমি কুলগুরু প্রভৃতি গুরু জনের সম্মুখে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজ্যপালন অপে-ক্ষায় বনে বাস আমার স্পৃহণীয় ও সুসাধ্য; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া মাতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; কোন রূপেই পাপরাজ্যে গমন করিব না।

রামচন্দ্র অশেষপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন বালকের মত কথা কহিতেছ? সন্তান হইয়া পিতাকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ; এরূপ বালকবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অভিষিক্ত হও। মন্ত্রীদিগের সহায়তা এবং কুলগুরুর প্রাড়্বিবাকীয় ক্ষমতা অবলম্বন করিয়া

সুবিচার বিতরণ কর; সাহসেরে প্রধান সহায় করিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন কর। হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিয়া জননীবর্গের সেবা শুশ্রূষা কর। কালবিলম্ব করিও না, এক দিন রাজকার্য্য না দেখিলে অনেক অনর্থ ঘটে। আমি সত্যব্রত সমাপন না করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, বারংবাব অনুরোধ করিলে অসন্তুষ্ট হইব অথবা অকর্ম্মণ্য জীবন পবিত্যাগ করিব।

বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারত।

মহাভারত অতিবৃহৎ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা পুবাণ এবং পঞ্চম বেদ শব্দেও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভাবতে পুবাণের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান আছে,এবং স্থানে স্থানে বেদের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেবচরিত ঋষিচরিত রাজচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নানাপ্রকার উপাখ্যানাদিও লিখিত আছে। অতিবিস্তৃত মহাভারত গ্রন্থে অনেকপ্রকার রাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতি উক্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ লৌকিকাচার ও বিষয়-ব্যবহারও বর্ণিত আছে। যাহাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষার এতাদৃশ কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত-

গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে সে ক্ষোভ অনেক অংশে দূর হইতে পারে। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়া থাকে, মহাভারত তদ্রূপ প্রথানুক্রমে রচিত নহে; কিন্তু কোন বিচক্ষণ লোকে মনোযোগপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম ও বিষয়-ব্যবহারের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিলে মহাভারত যেমন পুরাবৃত্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সেইরূপ কোন কোন অংশে ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলিলেও বলা যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেকপ্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের রচনাকর্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত অসামান্য গ্রন্থের অধ্যয়ন ও শ্রবণের যে সমস্ত অসাধারণ অলৌকিক-ফল-শ্রুতি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আস্থাশূন্য হইলেও ইহার শ্রবণ ও অধ্যয়ন দ্বারা নীতি জ্ঞান ও বিষয়-ব্যবহার জ্ঞানাদি অনেক-প্রকার উপকার লাভ করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতিশাস্ত্র রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারত-বর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বন-

পূর্ব্বক অনুপম আশ্চর্য্য কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়া কাব্য-রসরসিক জনগণের চিত্তবিনোদ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণও উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সর্ব্বদা শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে নীতি শিক্ষা প্রদান করেন। ফলতঃ ভারতান্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ কবিয়া ভারতবর্ষীয় লোকে অনেকপ্রকার নীতি জ্ঞান লাভ কবিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতিবিস্তীর্ণ ভারত গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকলপ্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থ এ দেশের গৌরব স্বরূপ। কোন ভিন্নদেশীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, অসামান্য রচনানৈপুণ্য, প্রগাঢ় ভাব-মাধুরী ও উদার উদ্দেশ্যের যশঃ কীর্ত্তন করেন সন্দেহ নাই।

অসামান্য-যত্ন-সম্পন্ন ভারত গ্রন্থ যে কোন্ সময় ও ভারত-বর্ষের কিপ্রকার অবস্থায় রচিত হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া অবধারিত করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু বেদরচনার অনেক পরে যে ইহার রচনা হইয়াছে তাহা ইহার রচনা-তাৎপর্য্য ও উপাখ্যানাদি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদের ভাষার সহিত ইহার ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহাকে বেদাপেক্ষা আধুনিক বোধ হয়, এবং ইহার মধ্যে বেদের আখ্যানাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লোকযাত্রা-বিধান, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, ও শিল্পশাস্ত্রাদি-সংক্রান্ত যে সকল কথা বর্ণিত আছে, কোন

আদিম কালবর্ত্তী অসভ্যাবস্থ লোকের চিন্তাপথে তৎসমুদায় উদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সময় ভারতবর্ষে বিলক্ষণরূপে সভ্যতার প্রচার ও জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছিল, মহাভারত যে তৎকালের রচিত গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

অশেষজ্ঞানাধার ও নীতিগর্ব্ভ মহাভারত গ্রন্থ এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বোধসুলভ করিবার উদ্দেশে কাশীরাম দাস তাহার অষ্টাদশ পর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশীরাম দাসের অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠ অথবা বেদীস্থিত পৌরাণিকদিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাভারত যে কি পদার্থ ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-মানসে এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকেব চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা কবিয়া আপনার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণবক্তা পণ্ডিত মহাশয়েরাও শ্রোতাদিগের শ্রবণসুখসম্পাদনাভিলাষে এবং আপনাদিগের হাস্যকরুণাদি-রসসাধনী শক্তি প্রকাশ কবিবাব মানসে কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বকও অনেকপ্রকার নূতন কথার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশঙ্কা করিয়া মূল গ্রন্থের

অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকে মহাভারতের প্রকৃত পবিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্তপ্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন গুরুতর পবিশ্রম স্বীকাবপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বয়ং মহাভারত পাঠ বা কোন যোগ্য পণ্ডিতের মুখে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ না কবিলে আব মহাভারত যে কি ইহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে এদেশে দিন দিন সংস্কৃত ভাষাব যেপ্রকার অনন্বুশীলন এবং অনাদর হইযা আসিতেছে, তাহাতে ববং সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রমে এদেশীয লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবাব সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। সুদূবপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সমযে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইযা গিয়া থাকে, এবং পবিখা-পবিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমে নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবাব নহে।

মহাভারতীয় কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্‌গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহা-রাজ! ভগবান্ বাদবায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি, অতএব ভারত-কথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে মহাবাজ! রাজ্যলোভ প্রযুক্ত কুরু-পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্ব-ভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগেব দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্য-বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিযা অচিরকাল-মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতি লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগেব এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়াপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূরকর্ম্মা কর্ণ, ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাবা ঐকমত্য অব-লম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করি-লেন। একদা তিনি অন্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে

উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহবাসে আদেশ দিলেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ

করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুষ্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত-মনে রজনীযোগে জননীসমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীর প্রাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ-নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পঞ্চালদেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদী-লাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চ পাণ্ডবকে কহিলেন, তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে

বহুমূল্যরত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণসমভিব্যাহারে খাণ্ডব-প্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, অর্জ্জুন উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্ ও সহদেব দক্ষিণ দিক্, জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চ পাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তব ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস্ দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণেব সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতি লাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর, ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরম

রমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়নির্ম্মিত সভার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধন সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহা-দিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষে যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

জতুগৃহ-দাহ।

জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবল পরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে

উহার উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলে কহে যে, মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা, সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইল। এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্য-ভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে; দেখুন পূর্ব্বে মহারাজ

পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধত্ব প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্যভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরকভোগ করে, অতএব হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ কোন পরামর্শ করুন।

হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্বলাভ করিতে পারিতাম।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না, বরং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কিপ্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব। পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরমযত্নসহকারে প্রতিপালন

করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।

দুর্য্যোধন কহিল, হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর কুন্তী ও পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকাল-মধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই; আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না, অতএব যদি আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয়পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার

অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে, যাহা হউক, তিনি একাকী, কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবতনগরে গমন করে, নিঃশঙ্ক-চিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণ-সমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজা-গণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরমরমণীয; তাহাতে ভগবান্ ভূতবাহন ভবানী-পতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়! মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয়

বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমাব নিকটে কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন কবিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ কবিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং কহিতে

লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগবে প্রস্থান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচন-নামা সচিবকে নির্জনে আহ্বান করিযা তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা কবা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমা ভিন্ন আমাব এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমাব সহিত যে মন্ত্রণা কবিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায দ্বারা আমাব শত্রুদিগকে বিনাশ কব; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহাব অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতাব আদেশানুসাবে বিহাবার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগবে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও

সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুরপরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়-ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোন ক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্‌গণসমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণাবত-নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমনজন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণসময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদায় প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিত-চিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন "কুরুকুল-কলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ও ধনঞ্জয় ইহারা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রদান করিলেন না; মহাত্মা ভীষ্মই বা কিপ্রকারে পাণ্ডবগণের নির্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়া-

ছেন; সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে। অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বন্য হস্তিনা নগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্যশ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃ-তুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্কুচিত-চিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপ-নারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপ-স্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি ইহা জানে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণা-রূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে,

অথচ শরীর ছেদন করে, যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ সে পথ বা দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া “বুঝিলাম” এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয় ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন, এবং তুমিও তাঁহাকে “বুঝিলাম” বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না, যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে, আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীতবচনে কহিলেন, মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে অচিরাৎ রাজ্য

লাভ করিতে পারিবে। আমি তাঁহার ঐ উপদেশ-বাক্য শ্রবণানন্তর, বুঝিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমনবার্ত্তা-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শন-মানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজ-মধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবতনগরে প্রবেশ করিলেন। পুর-প্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারীদিগের ভবনে, তৎপরে রথী-দিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদর-পুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচনসমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান

করিল। এইরূপে পুরোচনকর্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিববিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্বজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয় গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের আকারেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই খানেই

বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পাবে, তাহা হইলে অতিশীঘ্রই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে; হে বৃকোদর! দেখ এই শত্রুনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, "এই অধর্ম্ম্য অস্বর্গ্য কর্ম্ম কে করিল, এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল" বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছ্বাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গর্ত্ত-

মধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন, যে "তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও বুঝিলাম বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।"

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা

কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ কবিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নিম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্ ; সে চিরকাল আমাদিগেব হিংসা করে ; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুবাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্রমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে, যে, আমবা এই গৃহে থাকিয়া কোন ক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোন মতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুব দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমাব নিকট ব্যক্ত কবিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি ; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুযত্নসহকারে পবিখাখননচ্ছলে সেই গৃহেব মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত কবিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাটদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ কবিয়া তাহাব উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল কবিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহাব নিম্নভাগে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুবোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন,

রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা-যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দান-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ভোজরাজদুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পানভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণসমভিব্যাহারে প্রচুরপরিমাণে

মদ্য পান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিকা হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিবপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইবাই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্তা ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পাবিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহেব দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, যে অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নিব উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্র তাপ ও কঠোর শব্দ প্রভাবে পৌরগণ জাগবিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণেব আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ! দুরাত্মা পুরোচন, পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুলকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনেব আদেশানুসারে নিরপবাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবাব মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিযাছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিযা স্বীব মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুবাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ কবাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহমান জতুগৃহেব চতুর্দ্দিক পবিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্তদিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনী-জাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয় ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরু ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদ্যুত হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য-হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিনবিধূনন-পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন, এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে। এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা

কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিংবা বিপ্রস্বভাব-সুলভ প্রলোভ-চপলতা প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃত-কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না, এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি স্বরূপ যুবার আকার ও অবি-চলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহ-শীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহা-দিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়া-ছিলেন; অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ,

এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য, ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সজ্জ করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্ব্বক পাঁচটী শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতিকষ্টবেধ্য লক্ষ বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, বাদ্যকরেরা শতাঙ্গতূর্য্য বাদন করিতে লাগিল, এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দ সমস্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্য-দান ও শুভ্র বসন গ্রহণপূর্ব্বক

কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ-বিজয় লাভ ও দ্রৌপদীদত্তমালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ।

যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বলরাম ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিনী দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত

নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত কবিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহাব অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, বিবাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ-পাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত বাস অবলম্বন কবিয়াছে, কিন্তু আমাব পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে না, তদবধি আর আমি জয়াশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, বিবাটবাজ স্বসুতা উত্তবাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে অর্পণ কবিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনাব পুত্রেব নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ কবিয়াছেন, তখন আমি জয়েব আশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্বাসিত ও স্বজন-বহিস্কৃত যুধিষ্ঠিব সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবাব নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নাবায়ণ, যাহাব বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আব জয়াশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইযাছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসঙ্খ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট-কলেবর শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শন কবিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট কবিতে পারেন নাই, তখন আব আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবযস্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আব জয়াশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথ বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আব জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক

ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনেব রুধিব পান করিয়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইযা একাকী হ্রদেব অভ্যন্তবে প্রবেশ কবত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা কবি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসবে ভীমসেন আপনাব অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ কবিযা তাহাকে সমরশায়ী কবিয়াছে, তখন আব জযাশা কবি নাই।

সমুদ্র-মন্থন।

পূর্ব্বকালে কোন সময় শঙ্করের অংশসম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ কবিতে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি (পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে) এক বিদ্যাধরীর হস্তে এক ছড়া অপূর্ব্ব দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন। ঐ মালা কল্পবৃক্ষের কুসুমদ্বারা গ্রথিত। উহার গন্ধে অখিল বন সুবাসিত হওয়াতে বনচারীদিগের অতীব মনোরঞ্জন হইয়াছিল। অন-

ন্তর উন্মত্তব্রতধারী দুর্ব্বাসা পরমরমণীয় সেই মালা সন্দর্শন করিয়া নিরুপমরূপবতী বিদ্যাধরীর নিকট তাহা যাচ্ঞা করিলেন। তন্বী বিশালনয়না বিদ্যাধরাঙ্গনা দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সমাদরপূর্ব্বক সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল। উন্মত্তব্রতধারী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা সেই মালা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেখিলেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র মত্ত ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন। তখন তিনি আপনার মস্তক হইতে সেই অপূর্ব্ব মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ভ্রমরগণও উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মাল্যসহ ধাবমান হইল। অমররাজ সেই মাল্য গ্রহণ করিয়া ঐরাবত-মস্তকে স্থাপন করাতে তাহা কৈলাস-শিখরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধ ঐরাবত, অপূর্ব্ব সৌগন্ধ দ্বারা আকৃষ্টচেতা হইয়া করদ্বারা আঘ্রাণপূর্ব্বক তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ মহর্ষি দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছ, কারণ তুমি লক্ষ্মীর আধার মদ্দত্ত এই মাল্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে। তুমি আমার নিকট মাল্য পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে না এবং বলিলে না যে, 'আপনকার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম।' অথবা তুমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মদ্দত্ত বলিয়া ইহা মস্তকেও ধারণ করিলে

না। মূঢ়! তুমি আমার দত্ত এই মালাব প্রতি অনাস্থা করিলে এই কাবণে তোমাব অধিকৃত ত্রৈলোক্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে। শক্র! তুমি সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান কবিয়াছ, এবং ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিলক্ষণ অবজ্ঞা প্রকাশ কবা হইয়াছে। তুমি আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত মাল্য মহীতলে নিক্ষেপ করিলে, এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী ত্যাগ হইবে। দেবরাজ! যাঁহাব ক্রোধোদয় হইলে স্থাবব জঙ্গম সকলেই ভয়বিহ্বল হয, তাদৃশ আমাকে তুমি অত্যন্ত অহঙ্কারবশতঃ অবজ্ঞা করিলে।

পরাশর কহিলেন, অনন্তর যখন মহেন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার অপরাধেই দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছেন; তখন তিনি ত্বরান্বিত হইয়া ঐরাবত-স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, প্রণিপাতপূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতি বিনতি করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে কহিলেন, পুবন্দর! আমি অন্যান্য মুনিব ন্যায় কৃপালুহৃদয নহি; ক্ষমা কবা আমার রীতি নহে; আমার নাম দুর্ব্বাসা। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, যখন আমাব মুখ ভ্রুকুটীদ্বারা কুটিল ও জটাকলাপ অগ্নিশিখা সদৃশ হয, তখন তাহা দেখিয়া যে ভীত না হব, এরূপ ব্যক্তি ত্রিভুবনে কে আছে? শতক্রতো! অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা কবিব না; তুমি কি জন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুনয় বিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছ।

দুর্ব্বাসা এই কথা বলিযা প্রস্থান করিলেন; দেবরাজও

সেই ঐরাবতে পুনর্ব্বার আরোহণপূর্ব্বক অমরপুরীতে উপনীত হইলেন। সেই অবধি ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন শ্রীভ্রষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইল। যজ্ঞসাধন ওষধি লতাসমূহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। অতঃপর যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত হয় না, তপস্বীরাও তপস্যা করেন না, লোক দানাদি ধর্ম্মেও মনোনিবেশ করে না।

ত্রিলোক এইরূপ সত্ত্ববিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইলে দৈত্য ও দানবগণ, দেবগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্যদল কর্তৃক পরাজিত হইয়া, হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পরাপর জগতের ঈশ্বর অসুরসংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেবগণের সমভিব্যাহারে বহুবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাপর জগতের অধীশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর দেবগণ, নিরুপমরূপসম্পন্ন ঊর্জ্জিত তেজোরাশি স্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া পূর্ব্বে কৃতপ্রণাম হইলেও

বিস্ময়ে স্তিমিত-নেত্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং পিতামহের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাবা কহিলেন, হে দেব! তুমি শুদ্ধ, অর্থাৎ নির্লিপ্ত পরমাত্মা, তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি।

অমরগণ প্রণত হইয়া স্তব করিলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ হরি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! আমি তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিয়া দিতেছি এবং যাহা বলিতেছি তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর। দেবগণ! তোমরা দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ওষধি আনযনপূর্ব্বক ক্ষীরসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে নেত্র অর্থাৎ মন্থন-রজ্জু কবিযা অমৃতমন্থন অর্থাৎ মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিবে, এই কার্য্যে আমি তোমাদের সহায়তা করিব।

অনন্তব দেবদেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে, দেবতাবা অসুবদিগেব সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অমৃত উৎ-পাদনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। দেবতা দৈত্য ও দানবগণ নানাবিধ ওবধি সমানয়নপূর্ব্বক শবৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রের সলিলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া বেগদ্বারা অমৃত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে সমুদয় দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন, সুতরাং অসুরগণ বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিল। অসুরগণ, বাসুকির ফণনিঃসৃত নিশ্বাসবহ্নি-দ্বারা কান্তিশূন্য ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। বাসুকির ঐ

নিশ্বাসবায়ুদ্বারা মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইয়া তাহার পুচ্ছ-দেশে বর্ষণ করাতে দেবগণ আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরমধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের আধার হইলেন। চক্রগদাধর বিষ্ণু, এক মূর্ত্তি দ্বাবা সুরগণমধ্যে ও অপর মূর্ত্তি দ্বারা অসুরগণমধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু অন্য একটী বিরাটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উপরি হইতে উক্ত পর্ব্বত আকর্ষণ করিয়া থাকিলেন; কিন্তু এ মূর্ত্তি সুরাসুরের কেহই দেখিতে পাইলেন না। বিভু বিষ্ণু একপ্রকার তেজোদ্বারা নাগরাজকে এবং অন্যবিধ তেজো-দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মথ্যমান হইলে, প্রথমতঃ ঘৃত দুগ্ধাদির আধার স্বরূপ সুরভি নামে কামধেনু উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিযা যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ পরম আহ্লাদিত ও লোভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেই সুরভিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। আকাশপথে সিদ্ধগণ, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই কথা বলিযা (সুরভিব উৎপত্তির বিষয়) চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়, বারুণীদেবী উৎপন্ন হইলেন। মদদ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্ষীরোদ-সাগরে একটা মহা আবর্ত্ত উঠিল এবং তাহা হইতে দেবস্ত্রীদিগের আনন্দদায়ক পারিজাত উৎপন্ন হইল। তৎকালে তাহার গন্ধে সমস্ত জগন্মণ্ডল আমো-দিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পরম অদ্ভুতরূপগুণসম্পন্ন

উদার-স্বভাব অপ্সরোগণ সেই ক্ষীরোদ-সাগর হইতে উত্থিত হইল; তদনন্তর হিমাংশু উৎপন্ন হইলেন; মহেশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিষ উৎপন্ন হইলে সর্প প্রভৃতি তাহা অংশ করিয়া লইল। অনন্তর শুক্লবসনধারী দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তখন সুরগণ অসুরগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ ও সুস্থহৃদয় হইলেন। তৎপরে বিকসিত কমলে সমাসীনা কমল-ধারিণী নিরুপমরূপবতী ভগবতী কমলা, সেই ক্ষীরোদসাগর হইতে সমুত্থিতা হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মীসূক্ত অর্থাৎ "হিরণ্যবর্ণাম" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিল। ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। গঙ্গা প্রভৃতি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানার্থ সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। এবং দিগ্গজ সকল হেমপাত্র-স্থিত সুবিমল সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী সেই লক্ষ্মীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে এক ছড়া পদ্মের মালা প্রদান করিলেন। ঐ পদ্ম কস্মিন্ কালেও ম্লান হইবার নহে। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার শরীর অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী স্নাতা ও বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া দিব্য বসন পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেবগণও

তৎক্ষণাৎ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাভাগ! বিষ্ণু-ভক্তিপরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইল। তখন তাহারা ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলু ও তাহা অমৃতপূর্ণ দেখিয়া মহাবীর্য্য-প্রভাবে বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল। অনন্তর বিষ্ণু মোহিনীস্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক মায়া দ্বারা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারাও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। দৈত্যগণ তখন নিস্ত্রিংশ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা অমৃতপানপূর্ব্বক বলবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৈত্যসৈন্যগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। অনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার অনুসারে দেবলোক শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাকর নির্ম্মলকিরণ হইয়া স্বীয় পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণও স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভগবান্ হুতাশন দীপ্তি বিস্তারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্মে মতি হইল। তখন ত্রৈলোক্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ত্রিদশপ্রধান ত্রিদশনাথও পুনর্ব্বার শ্রীসম্পন্ন হইলেন। তিনি দেবলোক পুনঃপ্রাপ্ত ও দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কমলহস্তা ভগবতী কমলার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

লিস্‌বনের ভূমিকম্প।

লিস্‌বন নগরে ১৭৫৫ অব্দের ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় মনোহর পূর্ব্বাহ্ন আর কখনই নয়নগোচর হয় নাই। আকাশমণ্ডল সম্পূর্ণ স্থিরভাবাপন্ন ও নির্ম্মল; অংশুমালী অতি উজ্জ্বল প্রভায় অংশুজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। দুর্ঘটনার কোন লক্ষণই নাই; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এই সুবিস্তৃত জনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর এককালে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল।

ঐ দিন বেলা নয় ঘটিকার পর, আমি একখান পত্র লিখিতেছিলাম, পত্র লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র সহসা আমার সম্মুখস্থ টেবিলটী বিলক্ষণ কম্পিত হইতে লাগিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। তৎকালে কিছুমাত্র বায়ুর সঞ্চার ছিল না; তবে কি কারণে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে আমার আবাসবাটীর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আমি প্রথমে স্থির করিলাম যে, বাটীর পার্শ্বস্থ পথে যে সকল শকটশ্রেণী চালিত হইতেছে তাহাদেরই চক্রধ্বনি দ্বারা এরূপ কম্প উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দূরস্থবজ্রধ্বনি-সদৃশ এক ভীষণ শব্দ ভূমির অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হই-তেছে। প্রায় তিন পল অতীত হইল, তথাপি উহার নিবৃত্তি হইল না। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ।

অনন্তর হস্তস্থিত লেখনী টেবিলের উপর রাখিলাম। আমার সমুদায় শরীর চকিত হইয়া উঠিল। তখন আমি এই গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করি, কি বহির্গত হইয়া পথের দিকে ধাবমান হই এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে এক অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। উহাতে আমি এককালে নিস্তব্ধ হইলাম, ভাবিলাম যেন, নগরস্থ যাবতীয় অট্টালিকাই যুগপৎ ভূমিসাৎ হইল। আমার আবাসবাটী এরূপ ভীষণ বেগে দোলায়িত হইতে লাগিল যে, প্রতিক্ষণেই উহার উপরিস্থ তলের অচিরপাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমি ঐ বাটীর সর্ব্বনিম্নস্থ তলে বাস করিতাম, সুতরাং উহার তাদৃশ শীঘ্র পতনের শঙ্কা উপস্থিত হইল না। কিন্তু আমার গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রীই স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পদতল কোন ক্রমেই ভূতলে স্থিরভাবে রহিল না।

যখন গৃহের ভিত্তি সকল ভয়ানকভাবে ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতে লাগিল, যখন ভিত্তির অনেক স্থান বিদীর্ণ ও সেই সমস্ত বিদীর্ণ স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইতে লাগিল, যখন অধিকাংশ বরগার প্রান্তভাগ ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; তখন, এখনই আমায় চূর্ণীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেবল ইহাই স্থির করিলাম। ক্ষণকালমধ্যে বিপর্য্যস্ত সৌধোত্থিত ধূলিরাশি নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিগ্বলয় এরূপ অন্ধতমসে আবৃত হইল যে, আর কোন বস্তুই স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। ভূতল হইতে এত অধিক গন্ধকের বাষ্প

উঠিতে লাগিল যে, প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাল আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কিয়ৎক্ষণপরে যখন ক্রমশঃ ভূমিকম্পের ভীষণতার অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ঘনতর তিমিররাশি অল্পে অল্পে বিরল হইয়া পড়িল, তখন দেখি যে ধূলিধূসরিত, ভয়বিবর্ণ ও কম্পান্বিত-কলেবর এক স্ত্রী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আমার গৃহতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? সে ভয়ে এমনই অভিভূত যে, আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিল না; কেবল অতি কাতর স্বরে কথঞ্চিৎ আমাকে এই-মাত্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন, আজি কি পৃথিবীর প্রলয়-কাল উপস্থিত?" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! এ কি, আর যে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না, তৃষ্ণায় হৃদয় বিদার্ণপ্রায়, যদি আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করেন তবেই রক্ষা।" তখন আমি জল কোথায় পাইব, সুতরাং তাহাকে কহিলাম, ইহা পিপাসাশান্তিচিন্তার সময় নহে; জীবনরক্ষার উপায় চিন্তনে তৎপর হও, এই বাটী আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে বলিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কম্প উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিবে, আইস এখান হইতে পলায়ন করি।

এই কথা বলিয়া আমি সত্বর সিঁড়ীর নীচে ধাবমান হইলাম। সেই ভয়বিহ্বল অবলাও আমার বাহু অব-

লম্বন করিয়া অনুগমন কবিতে লাগিল। যে পথটী বাটী হইতে সরলভাবে টেগস নদীতীরে মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে, রাশীকৃত পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষে উহা একবারে রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরণে বিরত ও পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাইতে যাইতে এক প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন আমায় আত্মরক্ষা অপেক্ষা সেই শিশুসন্তানধারিণী অবলার জীবন-রক্ষার্থ সমধিক যত্নশালী হইতে হইল। বহু কষ্টে তাহাকে স্তূপ অতিক্রম করাইলাম এবং পূর্ব্ববৎ সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম, যে, যুগপৎ হস্ত ও পদ উভয়েরই সাহায্য ব্যতিরেকে উহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না। তখন আমি অনুযায়িনী স্ত্রীলোকটীকে কহিলাম, তোমাকে এই স্থানেই রুদ্ধ থাকিতে হইল, ইহা হইতে তোমার উদ্ধার সাধন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এই বলিয়া আমি অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম, সুতরাং সেই অবলাকে তথায় থাকিতে হইল। আমি হস্ত-দ্বয়-পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে একটী দোলায়মান ভিত্তি হইতে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য নারী ও তাহার শিশু সন্তান উভয়কেই চূর্ণীভূত করিল।

অনন্তর আমি এক সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ পথে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, উহার উভয় পার্শ্বস্থ সকল অট্টালিকাই চতুস্তল বা পঞ্চতল পরিমিত উন্নত; সমুদায়গুলিই অতি পুরাতন,

তন্মধ্যে অধিকাংশই পতিত দেখিলাম; কতকগুলি পতিত হইতে হইতে পথিকদিগের প্রতিপদেই মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছে; সম্মুখে অনেকগুলি পথিকের শব পতিত দেখিলাম; আহা! আর কতকগুলি পথিক এরূপ শোচ-নীয়ভাবে পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতশরীর হইয়াছে যে, তাহারা কোন ক্রমেই উপস্থিত সাক্ষাৎ কালান্তকের হস্ত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত এক পাও চলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক আত্মরক্ষাই প্রকৃতির প্রথম নিয়ম, সুতরাং আমি যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে সেণ্টপলের গির্জার সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত ভূভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একপ্রকার নিরাপদ হইলাম। আমার উপস্থিতির কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে গির্জাটী ভূতলশায়ী হইয়া বহুসংখ্যক জীবের জীবন সংহার করিয়াছে! আমি অল্প ক্ষণ মাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। নদীতীরই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া গির্জার পশ্চিমপার্শ্বস্থ রাশীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ তটিনীতটে উত্তীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, নানা-শ্রেণীস্থ অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছে; সক-লেরই মুখ মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ; প্রত্যেকেই জানুপাতপূর্ব্বক বক্ষস্তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

জীবিত-রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া সকলেই এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতেছে, এমন সময়ে দ্বিতীয় বার ভূকম্প আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কম্প অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণভাবে আবি-

ভূর্ত হইল, তথাপি উহার আঘাত দ্বারা পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় দোলায়মান অট্টালিকাই এককালে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; নগরের চতুর্দ্দিকেই করুণ কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ সময়েই আবার একটী পল্লীস্থ গির্জা পতিত হইয়া বহুসংখ্যক হতভাগ্যের অপমৃত্যু সাধন করিল। ঐ কম্পনের বেগ এরূপ তীব্র যে, কোনক্রমেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকা যায় না।

ঐ সমুদ্রজল আসিতেছে, আর রক্ষা নাই, এখনই সকলকে বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, হঠাৎ এইরূপ ভয়ঙ্কর কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি নদীকূলের যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথায় স্বভাবতঃ নদীর বিস্তার প্রায় দুই ক্রোশ। ঐ সময়ে নদীর আকার দেখিয়া বোধ হইল যে, উহার জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুসঞ্চার ছিল না; অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম, এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার তুঙ্গ সলিলরাশি ভীষণ শব্দ ও প্রভূত ফেনোদ্গারণ করিতে করিতে অতি তীব্র বেগে তীরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমরা সকলেই প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অল্প দূর যাইতে না যাইতেই ঐ বারিপ্রবাহ আমাদিগের উপর পতিত হইল এবং ক্ষণমধ্যেই অনেক অনেক হতভাগ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐরূপ বেগেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি ভাগ্যক্রমে একখানি কড়িকাষ্ঠ পাইয়াছিলাম। প্রবাহের আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে উহা আলিঙ্গন করিয়া অবশ্যম্ভাব্য অপমৃত্যুর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলাম।

অনন্তর জল ও স্থল সর্ব্ব স্থানেই সমান বিপদ উপস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলাম এবং জীবন-রক্ষার্থ কোথায় যাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেণ্ট-পলের গির্জা-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে সত্বর প্রস্থান করিলাম। উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখবর্ত্তী নদীমধ্যে যাবতীয় পোত প্রচণ্ড বাত্যাহতের ন্যায় নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কতকগুলি পোত ছিন্নবন্ধন হইয়া নদীর অপর পারে ভাসিয়া যাইতেছে; কতকগুলি প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে; আর কতকগুলি বৃহৎ পোত এককালে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পোতাধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম যে, যে সময়ে আমি পোতশ্রেণীর উক্তরূপ দুর্গতি দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে তথা হইতে প্রায় আধ পুয়া দূরে একটী নূতন প্রস্তরবদ্ধ সুদৃঢ় তীরভূমি এককালে জলসাৎ হইয়াছিল। নিরাপদ ভাবিয়া বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জলরূপী কালের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় নাই! ঐ সময়ে আরও কতকগুলি লোক জীবনরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত হতভাগ্য-জীব-পূর্ণ যাবতীয় নৌকাই ভীষণ আবর্ত্ত তুল্য প্রবল জলস্রোতে নিমগ্ন হয়। পোতাধ্যক্ষগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে, দ্বিতীয় কম্পন-কালে প্রথমোত্থিতবাত্যাহত

সমুদ্রের ন্যায় সমুদায় নগবটী এক এক বাব পশ্চাৎ ও এক এক বার সম্মুখে চালিত হইয়াছিল এবং নদীগর্ভে ভূকম্পের এরূপ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় নোঙ্গব এককালে ভাসিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই নদীর জল সহসা প্রায় ১৪১৪ হাত স্ফীত হইয়া ক্ষণমধ্যে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল।

যে স্থানে উক্তরূপ ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, আমি অল্প দিন পরে তথায় যাইযা দেখি যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে যে স্থানে পাদচারণ কবিয়া পবম সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। সমুদায় স্থানই জলময় হইয়াছে, বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা এত অধিক যে তাহার পবিমাণ করাই দুঃসাধ্য।

আমার, সেণ্টপলের গির্জা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তৃতীয় বাব ভূকম্প উপস্থিত হয়। ঐ কম্পন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কম্পন অপেক্ষা অতি অল্পই প্রবল বোধ হইল; তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কম্পন দ্বারা সমুদ্রজল অতি তীব্র বেগে তীরে উত্থিত হইয়া ঐ-রূপেই অধঃপতিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল পোত সপ্তব্যাম-পরিমিত জলের উপরিভাগে ভাসমান ছিল, তৎ-সমুদায় এককালে শুষ্ক ভূমির উপর উত্থাপিত হয়।

পাঠকগণ! আপনারা এই যৎসামান্য প্রস্তাব পাঠ করিয়া উল্লিখিত সংহারদিনের যাবতীয় দুর্ঘটনার বর্ণনা শেষ হইল এমন মনে করিবেন না। বস্তুতঃ উক্ত দিনের সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতে হইলে একখানি গ্রন্থ

লিখিত হয়। যাহা হউক, আমরা আর একটী অতি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

উক্ত দিন প্রদোষ-কালে, বিরল তিমিরজাল যেমন অল্পে অল্পে দিগ্বলয় আবরণ করিল, অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। সমুদায় নগর এককালে অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি, ঐ আলোকে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যাইত। দেখিতে দেখিতে নগরের শত স্থান হইতে যুগপৎ শত শত অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইল। হতাবশিষ্ট হতভাগ্য নগরবাসীরা উপর্য্যুপরি আকস্মিক বিপৎপাত দর্শনে ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে উহার নির্ব্বাপণার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ অব্যাহত হুতাশন ক্রমাগত ছয় দিবস কাল সমভাবে জ্বলিতে লাগিল। এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার বিরাম ছিল না। ঐ অনিবার্য্য অগ্নি ছয় দিন নগরের যাবতীয় পতিতাবশিষ্ট গৃহ সকল একবারে ভস্মীভূত করিল।

আমি প্রথমে মনে করিলাম, ভূকম্পকাল-সুলভ ভৌমাগ্নি উত্থিত হইয়াই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নবেম্বর মাসের প্রথম দিন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক অতি পুণ্য পর্ব্বাহ। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ যাবতীয় দেবালয়ে আলোক প্রদান করে; তন্মধ্যে একটী গির্জ্জায় ২০টী দীপ প্রদত্ত হয়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে তৃতীয় ভূকম্পন উপস্থিত

হইয়াছিল, তাহারই আঘাতে শেষোক্ত-গির্জ্জাস্থিত মশারি, যবনিকা, গবাক্ষ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে অগ্নি সংলগ্ন হয়; সুতরাং তৎসমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অনন্তর ঐ দহ্যমান দেবালয় হইতে প্রবলতর অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সন্নিহিত গৃহান্তরে সংলগ্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় অট্টালিকাই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ষষ্টি সহস্রেরও অধিক লোক দগ্ধ ও ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পন দ্বারা অতি বিস্তৃত সমৃদ্ধ লিস্‌বন নগর এককালে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয। আহা! তখন আর তথায় ধনী ও দরিদ্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না, যে সকল সম্পন্ন পরিবার এই দুর্ঘটনার পূর্ব্ব দিন পবম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন, পর দিনই সেই সকল পবিবারকে একেবাবে প্রান্তরচারী হইতে হইয়াছিল, তখন তথায় এমন কেহই ছিল না যে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে।

ইলোরার গুহা।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্যের প্রমাণার্থে অধুনা বাক্যব্যয় করিলে অনেকে পণ্ডশ্রম বোধ করিবেন; পরন্তু এক তমসাবৃত গৃহে বন্ধুদ্বয় সন্নিহিত থাকিলেও পরস্পর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষবিরহে তাহাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদার্থ যেমন অবর্ত্তমানতুল্য হয়, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন দেশে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিও তাদৃশ বিফল হয়। মিশর দেশে "পিরামিড" নামক যে কএক পঞ্চকোণাকার সমাধিস্থান আছে, তৎতুল্য বৃহৎ নির্ম্মাণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই; অথচ মিসর-দেশীয়েরা অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবে তৎকর্ত্তৃদিগের নামও বিস্মৃত হইয়াছেন। দিল্লী নগরে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা লৌহময় এক অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, এবং তদুপরি বিবিধ অক্ষর ক্ষোদিত আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে তাহাতে স্তম্ভকর্ত্তার বংশাবলী কিংবা কোনরূপ শাসন ক্ষোদিত থাকিবেক; কিন্তু অধুনা কেহ ঐ অক্ষর পাঠ কবিতে পাবেন না, এবং ঐ স্তম্ভ কি নিমিত্তে ও কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কোন বিবরণ প্রচারিত নাই। বেতিয়া, বাকরা, মগধ, কান্যকুব্জাদি অপর অনেক স্থানেও প্রস্তরময় তদ্রূপ জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদিগেরও বিবরণ লুপ্ত হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষে অনেক স্থানে দেবভবন রাজভবনাদি আশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় তৎপ্রণে-

তারা তাহার নির্ম্মাণসময়ে মনে প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন যে "যদ্যপি 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই বাক্য সত্য হয়, তবে আমাদিগের গুণগরিমা জনসমাজে অবশ্য চিরস্থায়ী হইবেক।" কিন্তু হায়! সে আশা কি বিফলা হইয়াছে! বর্ণনাতীত-উৎকট-পরিশ্রম-সাধনপূর্ব্বক শত শত রাজভাণ্ডারের সম্পত্তি-সহকারে যাঁহারা আপন যশোবর্ণনা চিরস্থায়ীকরণাভিপ্রায়ে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকারে কীর্ত্তি-সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে প্রয়াগ নগরের "ফিরোজ সাহেব লাঠ" নামক স্তম্ভ,—দক্ষিণ-দেশীয় মহাবালিপুব নগরের দেবভবন,—বোম্বাই দ্বীপসান্নিধ্যে সালসেট ও হস্তি-দ্বীপস্থ প্রস্তরগুহা, ও মহারাষ্ট্র দেশের ইলোরা নগরের সান্নিধ্যে গিরিগুহা, সর্ব্বপ্রধান।

বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থানে আছে; তাহা অধুনা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট, এবং নির্ম্মনুষ্যপ্রায় হইয়াছে। পবন্তু ইহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি-ভগ্নপ্রাচীর ও উৎসন্ন অট্টালিকা-সমূহের চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধ প্রকাণ্ড ও বহুজন-সমাকীর্ণ এক নগররূপে পরিগণিত ছিল। ইহার অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত আছে; তাহা নগরের নামেই বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাবয়বের মধ্যভাগাপেক্ষায় ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত, কিন্তু কোন কোন স্থান প্রাচীরবৎ।

ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে, পূর্ব্বকালে "ইলিচপুর"

নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন। দৌর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে তিনি ইলোরা-শৃঙ্গস্থ "শিবালয়সরোবর" নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন-মানসে যাত্রা করেন। ঐ তীর্থ প্রথমতঃ ষষ্টি-ধনু-পরিমিত ছিল; কিন্তু যমদেবের প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদতুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এই তীর্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগাহনের সম্ভাবনাবিরহে অগত্যা ঐ তীর্থোদকে এক বস্ত্র ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করাতে বহুকালস্থায়ি কদর্য্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হন; পরে আপন কৃতজ্ঞতা চির-স্মরণীয় করণাভিপ্রায়ে ইলোরা পর্ব্বত খনন করাইয়া, ঐ খনিত বিস্তীর্ণ গুহা সকলেতে বিবিধ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গল্প মিথ্যা কি সত্য তাহা অধুনা নিশ্চয় করা দুষ্কর। বোধ হয় ইহার অধিকাংশই অলীক; কারণ ঐ সকল গুহা-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তৎসমুদায় সমকালে এক রাজার অনুজ্ঞায় নির্ম্মিত হয় নাই। জিন, বুদ্ধ ও হিন্দু, এই তিন পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি এই সকল গুহা-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব অনুমান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রমে ক্রমে এই গুহা সকল নির্ম্মাণ করান, অথবা এই গুহাসমুদায় ক্ষোদিত করেন; পরে কালসহকারে বিভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইয়া তদীয় দেবমূর্ত্তি ও চিহ্নে সুশোভিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, অধুনা গুহা সকল কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীনে নহে; প্রায় সকল অধিকারিগণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হই-য়াছে। হায়! কি ক্ষোভের বিষয়, যে সকল মন্দির বা

প্রাসাদ পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত শ্রম ও ব্যয় সহকারে নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে সুশোভিত ও শত শত ঐকান্তিক ভক্তের প্রার্থনা ও স্তুতিবাদে সতত প্রতিনাদিত ছিল, এবং যথায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে আগত শতসহস্র যাত্রীদিগের তুমুল সমারোহ হইত, এইক্ষণে তাহা চামচিকা ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছে, এবং কদাপি তস্কর ভিন্ন প্রায় আর কেহই তাহার সন্নিকটেও গমন করে না।

লঙ্কাদ্বীপ।

বাল্মীকি ঋষির প্রসাদে লঙ্কা দ্বীপ ভুবনবিখ্যাত হইয়াছে; হিন্দুজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতারা রামায়ণের সুললিত-আখ্যায়িকা-রসে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব আত্মীয়বর্গের নামাপেক্ষায় উক্ত দ্বীপের নাম সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দশাননের রাজপাট, সীতার কারাগার, হনুমানের বিক্রমক্ষেত্র, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থান ইত্যাদি যে কোন বাক্যে সিংহল দ্বীপের উল্লেখ করা যায়, তদ্দ্বারা অবিলম্বে সমস্ত রামায়ণের অপূর্ব্ব-কবিতা-লহরী মনোমধ্যে বিকসিতা হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল কবিতা-বর্ণিত আখ্যায়িকা-সমূহ হিন্দুমাত্রেই সুবিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু সিংহল-দ্বীপের আধুনিকী অবস্থা এতদ্দেশে প্রচার নাই। অনেকে বোধ করেন তদ্দ্বীপ মনুষ্যের গম্য নহে; এবং তাহাতে জনগণের বসতি নাই। কেহ বা কহেন যে, বিখ্যাত

নব্য সিংহল দ্বীপ প্রাচীন লঙ্কা নহে, কারণ লঙ্কার পরিমাণ ও ভারতবর্ষ হইতে দূরতা বিষয়ক বিবরণ রামায়ণে যেপ্রকার উক্ত আছে তাহা অধুনা সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু তাহা কবির অত্যুক্তি মাত্র বোধ করিলে সেই সংশয় দূর হইতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পরিমাণ ২৪০০০ জ্যোতিষি ক্রোশ; তাহার একাংশে লক্ষ-যোজন-বিস্তৃত সমুদ্র কোথায় প্রাপ্ত হইবেক? অপর নব্য সিংহল দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের চিহ্ন আছে; তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত দ্বীপই প্রাচীন লঙ্কা বটে।

কোন সুচতুর কবি বর্ণন করিয়াছেন যে, লঙ্কা দ্বীপ ভারতবর্ষের মুকুটচ্ছিন্ন মুক্তা বিশেষ; ফলতঃ উক্ত দ্বীপের অবয়ব গোলক-নামক মুক্তার ন্যায় বটে। অপর মণি মুক্তাদি যে সকল উপাদেয় দ্রব্য এই স্থানে উৎপন্ন হয় তদ্দৃষ্টে ইহাকে ভারতবর্ষের মুকুটরূপে বর্ণনা করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অধুনা এই দ্বীপের দুই শত সপ্ততি জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘতাপরিমাণ, এবং এক শত জ্যোতিষি ক্রোশ প্রস্থ; ইহার পরিধি ৭৫০ ক্রোশ, এবং চতুরস্র ২৪৬০০ ক্রোশ।

লঙ্কা সর্ব্বাংশ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত হইবাতে সুতরাং দ্বীপ শব্দবাচ্য হইয়াছে। ইহার সমুদ্রসন্নিকটস্থ ভূমি নিম্ন এবং সরল; কিন্তু মধ্য ভাগ উচ্চ এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ পর্ব্বত সকল ১॥০ জ্যোতিষি ক্রোশের ঊর্দ্ধ নহে; এবং তাহা হইতে মহাবলি গঙ্গা, বালু গঙ্গা, ইত্যাদি নদী সকল নিঃসৃত হইয়া দ্বীপের সর্ব্বত্র প্লাবন করে। ঐ প্লাবন ভূমিতে দারুচিনি, মরীচ, শুণ্ঠী, সাটিন কাষ্ঠ, আবলুস কাষ্ঠ, গুবাক, কাওয়া,

ইক্ষু ইত্যাদি বিবিধ ব্যবহার্য্য বাণিজ্য দ্রব্য অনায়াসে ও সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

পরন্তু সিংহলদ্বীপের মধ্যভাগস্থ পর্ব্বতাপেক্ষায় "আদম-শিখর" নামা সমুদ্রতটস্থ এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদুপরি এক মনুষ্যপদচিহ্ন আছে; তাহা ৩৸৹ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১৸৹ হস্ত প্রস্থ। সিংহল-দ্বীপস্থ সকলেই এই চিহ্নটী বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। তত্রত্য মুসলমানেরা কহে, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত আদি পুরুষ আদম এই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঐ সময়ে প্রস্তরোপরি তাঁহার পদের চিহ্ন হয়। বৌদ্ধেরা কহে, বুদ্ধদেব ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে আগমন সময়ে প্রথমতঃ ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হন, এবং তাহা হইতেই তথায় ঐ চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য হিন্দুরা ও মলবার-দেশীয়েরা প্রচার করে যে, উহা ভগবান্ মহাদেবের পদচিহ্ন। সে যাহা হউক, এই চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেরই মান্য হওয়াতে আদম-শিখরে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় বাণিজ্যেরও বিস্তর সম্ভাবনা।

লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম "পালি"। সংস্কৃত নাটক গ্রন্থে যাহাকে "প্রাকৃত ভাষা" কহে, পালিভাষা তদ্রূপ। লঙ্কার আধুনিক ভাষা ঐ পালিভাষার অপভ্রংশ; এবং তৈলঙ্গ যবনাদি ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

সিংহলদ্বীপস্থ লোকেরা স্বদেশীয় পুরাবৃত্ত ইতিহাসানুসন্ধানে যত্নশীল; এবং মহাবংশ, রাজাবলী, রাজরত্নকরী ইত্যাদি

নামক গ্রন্থে তাহাদের রাজবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে ৪২৩৯ বৎসর পূর্ব্বে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে বধ করেন; কিন্তু উক্ত বৎসর-সংখ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা অধুনা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ইহাও উক্ত আছে যে ২৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব স্বয়ং লঙ্কাদ্বীপে গমন করত তথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তদর্থে তথায় গমন করেন। বুদ্ধদেবেব মৃত্যু-সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহাব দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম বিজয় ও কনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। বিজয় অত্যন্ত অসৎ ছিল। সর্ব্বদা দুর্দ্দান্ত সমবয়স্ক ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের উপবি বিষম অত্যাচার করিত। প্রজারা ঐ জাল্মের দৌরাত্ম্যে জর্জ্জর হইযা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। রাজা তাহাদিগকে দমন কবিতে অক্ষম হইয়া অগত্যা আপন দুষ্ট সন্তানকে দেশবহিষ্কৃত কবণপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলেন। দুবাত্মা বিজয় আত্মসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সপ্তশত সমবয়স্ক সহ পোতারোহণে সমুদ্রে গমন করত অবশেষে সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। তথায় সে কুবাণী নাম্নী এক রাজদুহিতাকে বিবাহ করিযা কিয়ৎকাল শিষ্টের ন্যায় কালযাপন করে। কিন্তু স্বাভাবিক দুষ্ট কতকাল ছদ্মবেশে শিষ্ট থাকিতে পারে? বিজয় কুবাণীর নিকট রাজ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহার সহধর্ম্মিণীও তদর্থে উদ্যোগিনী হইল। এমত সময়ে একদা এক রাজবিবাহেব সমারোহ হয়; তাহাতে দেশীয় সমস্ত প্রধান লোক একত্র হইয়াছিলেন; বিজয় সমভি-

ব্যাহারীদিগের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল, ইত্যবকাশে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করণের সদুপায় দেখিয়া মহানিশা সময়ে সঙ্গীদিগের সাহায্যে অনায়াসে রাজা প্রভৃতি সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। অতঃপর সে অষ্টত্রিংশৎ বৎসর কাল ক্রমাগত পরমসুখে রাজ্যভোগ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু-সময়ে অপুত্রক প্রযুক্ত পিতাকে এতদর্থে পত্র লেখে যে "আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহলরাজ্য-গ্রহণার্থে প্রেরণ করুন।"

বঙ্গদেশে পত্রাগমন-সময়ে সিংহবাহুর মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র এই ভ্রাতৃপত্র প্রাপ্ত হন; এবং স্বয়ং বঙ্গরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাগমনে অসম্মত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে তথায় প্রেরণ করেন। পাণ্ডু-বাস লঙ্কায় উপনীত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বেই বিজয়ের মৃত্যু হইয়াছিল; এবং তাহার অবর্ত্তমানে উপতিস্য নামা তাহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু-বাসের আগমনে তিনি রাজ্যত্যাগ করত পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন, ও পাণ্ডুবাস লঙ্কার রাজা হন। তদবধি ১২২২ বঙ্গাব্দে সিংহলদ্বীপে ইংরাজদিগের রাজ্যস্থাপন কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ২৩২৪ বৎসর লঙ্কাদ্বীপ বঙ্গজ পাণ্ডুবাসের এবং তাঁহার ছয় শ্যালকের উত্তরাধিকারিগণ দ্বারা পালিত ও শাসিত হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে কএকবার মলবারদেশীয় রাজারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজদিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে পোর্ত্তুগিস্ ও ওলন্দাজেরা লঙ্কার

কোন কোন মণ্ডলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কখন সমস্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।

পম্পেয়াই।

ইংরাজী ৭৯ অব্দের ২৪ শে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত ইতালী দেশের পম্পেয়াই নামক একটী নগর অপরাহ্নের মনোহর সূর্য্যকিরণে বিভাসিত হইতেছিল। তৎসময়ে আকাশ পরিনির্ম্মল ও কমনীয় বর্ণে বিচিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ শীতল এবং উল্লাসকর, বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত, এবং উদ্যান সকল সুগন্ধ পুষ্পে প্রসাদিত ছিল। সম্মুখে নেপল্‌সের উপসাগর আপন শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থকে দেবলোকের শোভায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল; সকলই উজ্জ্বল, সকলই কান্তিময়, সকলই মনোহর, সকলই কমনীয়, সকলই সুরলোকগঞ্জন বোধ হইতেছিল। নগরের প্রজা সকল ঐ রম্য সময়ের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন অভিলষিত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল। কেহ ক্রয় করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে, কেহ পণ্যশালায় পণ্য দ্রব্য আনিতেছে, কেহ বা তাহা বিদেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে নিকটস্থ বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে হঠাৎ এক রাশি কৃষ্ণধূম নির্গত হইয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভাকারে উন্নত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ ধূম নির্ম্মল প্রোজ্জ্বল নভোমণ্ডলকে একেবারে

আচ্ছন্ন করিলেক। দিবাকর বিলুপ্ত হইলেন, এবং সমস্ত নগর ও বহুক্রোশ পর্য্যন্ত নগরোপান্ত অমাবস্যার মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অকস্মাৎ এ অন্ধকার যে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অধিকন্তু ঐ অঞ্জনগিরি-সদৃশ নিবিড় কৃষ্ণমেঘে জ্বলন্ত গন্ধকজাত ঈষন্নীলবর্ণ সৌদামিনী-সদৃশ অগ্নিশিখা মধ্যে মধ্যে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহার অনতিবিলম্বে আকাশ হইতে অতি সূক্ষ্মপ্রায় অদৃশ্য রেণু-সদৃশ ভস্ম বরিষণ হইতে লাগিল, এবং তাহা অল্পকাল-মধ্যে ভূপৃষ্ঠে দুই তিন হস্তাধিক স্থূল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই পম্পেয়াইনিবাসীদিগের বিপদের শেষ হয় নাই। তদনন্তরই উত্তপ্ত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড সকল আকাশ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরও তাহার সহযোগী হইল। একে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, তাহার উপর ভস্মবৃষ্টি, তদুপরি প্রস্তর-বর্ষণ, মধ্যে মধ্যে প্রজ্বলিত গন্ধকের সৌদামিনী; বর্ণিত সুখের সময় ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হঠাৎ সম্ভাবনীয় নহে! কিন্তু পম্পেয়াই নিবাসীদিগের ইহাতেও ক্লেশের শেষ হইল না। কথিত প্রজ্বলিত গন্ধকের ধূমে বায়ু প্রকৃষ্টরূপে দূষিত হইল; শ্বাস গ্রহণ করা দুষ্কর। অতঃপর নদীতে বান আসিবার সময় যেপ্রকার শব্দ হয় তদ্রূপ ধ্বনি আকর্ণিত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বে কৃষ্ণকর্দ্দমের এক প্রকাণ্ড স্রোতঃ মৃদুভাবে অবারিতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ত্বরায় রাজপথ সকল পরিপূর্ণ করিলেক, এবং দ্বার গবাক্ষ-ছিদ্রাদি দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহা

হইতে রক্ষা পাইবার উপায়মাত্র ছিল না। যে যদ-বস্থায় এই ভীষণ শত্রুর হস্তে পড়িল সে সেই অবস্থায় প্রোথিত হইল। যাহারা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল তাহারা তথায়ই আবৃত রহিল; যাহাবা পলায়নে তৎপর হইয়া রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের কেহ পতনশীল শিলার আঘাতে মৃত হইল, কেহ গন্ধকের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কেহ অন্ধকাবে দিগ্‌ভ্রমে গর্ত্তে পড়িয়া ভস্মে প্রোথিত হইল, কেহ বা কর্দ্দমস্রোতে প্লাবিত হইল। যে সকল ব্যক্তি বর্ণিত বিপদেব প্রাবম্ভেই নগব হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অন্ধকারে পথশ্রমে ভস্ম ও গন্ধক-ধূমে আবৃত হইয়া নগরপ্রান্তে ধরাশয্যায় মহানিদ্রায সুপ্ত হইল।

তিন দিন দিবা-রাত্র কথিত উপদ্রব বলবৎ থাকে, তাহাতে বর্ণিত নগর এককালে প্রোথিত হইয়া যায়, চতুর্থ দিবস প্রাতে তাহাব চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন অন্ধকারের শেষ হইয়াছিল, কর্দ্দমস্রোতঃ স্তব্ধ হইয়াছিল, ভস্মবৃষ্টি নিঃশেষ হইয়াছিল, এবং প্রস্তরবর্ষণ স্থগিত হইয়াছিল। তখন দিবাকর পুনঃ প্রোজ্জ্বল রশ্মিতে সমস্ত বিভাসিত করিলেন। বায়ু দুর্গন্ধ গন্ধক-গন্ধ ত্যাগ কবিয়া পুনঃ নির্ম্মল হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে সকল প্রমুদিত কবিল, এবং যে সকল দুর্ভাগারা বর্ণিত উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু তাহাদের গৃহেব আর চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না! যে স্থানে পম্পেয়াই নগরের মন্দির দেউল অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ইষ্টক-প্রস্তরের বাটী সকল দেদীপ্যমান ছিল, তথায় এক ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপমাত্র দৃষ্ট হইল। উক্ত নগরের

সন্নিকটে হর্কুলেনিয়ম এবং স্তাবী নামক অপর দুই সমৃদ্ধ নগরও প্রোথিত হইয়াছিল, অতএব কথিত স্তূপ বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ দৃষ্ট হইত। ঐ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কালক্রমে মৃত্তিকা জমিয়া শস্যের উপযুক্ত হইল; এবং কৃষকেরা তথায় দ্রাক্ষা জলপাই গোধূমাদি দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ বনস্পতি সকলও উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানকে উদ্যান-সদৃশ করিলেক।

প্রায় সপ্তদশ শত বৎসর যাবৎ বর্ণিত স্থান ঐরূপ থাকে। পরে গত শতাব্দীর শেষে কৃষকেরা গহ্বর খনন দ্বারা দেখিলেক যে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির চিহ্ন আছে; তাহাতে বোধ হইল, যে কোন নগর তথায় প্রোথিত আছে; এবং অনুসন্ধান দ্বারা তাহাই সব্যবস্থ হইল। নেপল্‌স্‌ দেশের অধিপতির অনুমতিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইল। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক হইতে খননকার্য্য আবদ্ধ হইল, এবং অল্প দিন মধ্যে পম্পেয়াই নগরের অনেক রাজপথ অট্টালিকাদি পরিষ্কৃত হইয়া পুনঃ সকলের নয়নগোচর হইল। এই দর্শন অতি অপূর্ব্ব বোধ হইয়াছিল। কোন স্থানে অতি বৃহৎ অট্টালিকা ঝাড় লণ্ঠন ছবি প্রস্তর-পুত্তলিকাদি বিবিধ সজ্জায় পরিসজ্জিত অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে; কোন কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ পণ্যশালা প্রকাশ হইতেছে; কোথায় বা মোদকের দোকানে বিবিধপ্রকার মিষ্টান্ন মৃত্তিকাবরণে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এক সূপকারের দোকান খনন করিতে করিতে দৃষ্ট হইয়াছিল যে বর্ণিত উপদ্রব সময়ে ঐ দোকানী সম্মুখে রোটিকা ও পেয়াজ ও ক্ষুদ্র মৎস্যের

চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, এবং সেই অবস্থায় সে কর্দ্দমে প্রোথিত হয়। এক বৃহৎ অট্টালিকার সকল গৃহ নানাবিধ সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু কুত্রাপি মনুষ্য ছিল না; কেবল তাহার নিম্নে ভূমিগর্ভে এক গুদামের মধ্যে, যাহাতে অনেক-গুলি জালা ছিল, তথায় ১৭টী অস্থিকঙ্কাল রহিয়াছে। জালা দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ ভূমিগর্ভস্থ গুদামে গৃহস্বামী মদিরা রাখিতেন। উপদ্রবের প্রারম্ভে ভস্মবৃষ্টির সময় গৃহস্বামিনী আপন অপত্য ও ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে ঐ গুদামে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথায় কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে প্রোথিত করিয়া ফেলে। যদিচ এক্ষণে তাহাদের অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মৃত্তিকা-মধ্যে তাহাদের দেহের ও বস্ত্রের ও অলঙ্কারাদির চিহ্ন এমত অবিকল ছাঁচ হইয়া আছে যে তদ্দৃষ্টে তাহাদের সমস্ত বিবরণ উপলব্ধি হয়। অনুমিত হইয়াছে যে ঐ সপ্তদশ ব্যক্তির মধ্যে এক জন গৃহমেধিনী; তিনি প্রৌঢ়া ছিলেন; তাঁহার দেহে অনেক অলঙ্কার ছিল, ও তাঁহার বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম রেসমে নির্ম্মিত। তাঁহার এক হস্তে একখানি রুমালে কতকগুলি চাবি বদ্ধ ছিল; অপর হস্তে একটী শিশুর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে এক নব-যৌবনা কন্যা চারু-বসনাভরণে সুসজ্জিতা ও ভয়ে ভীতা হইয়া রক্ষা-প্রার্থনায় কেবল মাতার প্রতি অবলোকন করি-তেছে। তাহার অল্পবয়স্ক দুই ভ্রাতা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছে। সন্নিকটে পরিচারিকা ও ভৃত্যবর্গ; তাহাদিগের বস্ত্র স্থূল ও অলঙ্কার সামান্য। সম্মানরক্ষার্থ

সহসা স্বামিনীর অত্যন্ত নিকট তাহারা আসিতে পারিতেছে না, অথচ কর্দ্দমস্রোতঃ হইতে পলাইবার আর স্থান নাই, অতএব অত্যন্ত কুণ্ঠভাবে নিকটে রহিয়াছে। ইহাদেব অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয়, কর্দ্দমস্রোতঃ আসিযা ইহাদিগকে এক-কালেই বিনষ্ট করিযাছিল; অধিক যাতনা না দিয়া থাকি-বেক! এক রমণী আপন প্রিয় অলঙ্কাবের মঞ্জুষা লইয়া পলাযন কবিতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাকে আবৃত করে। সে সেই মঞ্জুষা বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে। এক স্থানে দুই জন তস্কর একটা ধাতুময় পুত্তলিকা লইয়া পলাইতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাদিগকে আবৃত কবে। এই প্রকারে অপরাপর স্থানে নানা অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে। খনন দ্বারা যে সঙ্খ্যায় ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি ও গৃহসজ্জা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, পম্পেয়াই এক ঋদ্ধিমন্ত নগর ছিল, এবং ঐ সকল মূর্ত্তি ও দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হয় যে ঐ নগরবাসীরা শিল্পকার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ ছিল।

বিজ্ঞান-রহস্য।

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।)

বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অবস্থা।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ মহারণ্যে পরিবৃত ছিল, তাহা এক্ষণে জনাকীর্ণ নগর, রমণীয় উদ্যান ও শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শোভা পাই-তেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে একটী সঙ্কীর্ণ পথও দৃষ্ট হইত না, এক্ষণে তথায় সুপ্রশস্ত পরিষ্কৃত, বৃক্ষশ্রেণী-বিরাজিত, সুশীতল-ছায়া-সমন্বিত রাজবর্ত্ম বিনির্ম্মিত হই-য়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল স্থল দূর ও দুর্গম বলিয়া বোধ হইত ও যাহা কেবল পরমার্থচিন্তাপরায়ণ বৃদ্ধ ও পরি-ণতবয়স্কদিগের ও সংসারাসক্তি-শূন্য-জনগণের গমনীয় ছিল, সেই সকল মহাতীর্থ এক্ষণে তরুণবয়স্ক বালকবৃন্দের পক্ষেও সাতিশয় সুগম হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে পথে পদে পদে ত্রাস ও শঙ্কা উপস্থিত হইত, এক্ষণে সেই পথ দিয়া ঘোরতমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়েও নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্ক-চিত্তে লোকে গমনাগমন করিতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে লৌহময় দ্বার রুদ্ধ করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা দ্বার মুক্ত রাখিয়াও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহাদের গঙ্গা পার হইতেও সাহস

হইত না, তাঁহারা এক্ষণে অপার পারাবার পার হইয়া নানা দিগ্‌দেশ সন্দর্শন করিতেছেন ও তত্রত্য অধিবাসী-দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য জাতির সংস্কৃত-কাননে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু এক্ষণে কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকলেই সেই অনুপম শোভাসম্পন্ন উপবনে প্রবেশ করত তদীয় বিকসিত কুসুম সমুদায়ের গন্ধানুভব ও সুরস তরুনিকরের ফলাস্বাদ করিয়া নিরুপম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পাঁচ কোটি লোককে রাজকীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত পাঁচটী বিদ্যালয়ও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তদ্দেশে অন্যূন পাঁচ সহস্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ ব্যক্তিও রাজকীয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে অন্যূন পঞ্চ লক্ষ লোকে উহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, কিন্তু এক্ষণে শত শত পুস্তক দিন দিন মুদ্রিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে সমাচার-পত্রের নামও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে যে কত সমাচার-পত্র ও সাময়িক পত্র প্রতিদিন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু যখন মনে হয় যে, যে মহা-

পুরুষদিগের শৌর্য্য বল বীর্য্য ও ঔদার্য্য গুণে এদেশের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইযাছে, তাঁহারা যদি অদ্য ভারত-ভূমি পবিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কল্য ইহার ভাগ্যে কি ঘটিবে; তখন ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অবসন্ন ও অন্তঃকরণ একান্ত অভিভূত হয। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, যদি ইংরেজেরা অদ্য এদেশ হইতে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে কল্য রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, পাঠান ও অন্যান্য সংগ্রামপ্রিয জাতিদিগের মধ্যে ইহার সাম্রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই দারুণ সমরানলে শত শত গ্রাম ও নগর, সহস্র সহস্র সুরম্য হর্ম্ম্য ও লক্ষ লক্ষ নয়নরঞ্জন বিবিধসামগ্রী-পরিপূর্ণ বিপণি সকল ভস্মীভূত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই সুদারুণ সময়ে ভারততনযদিগের শোণিত-প্রবাহে দেশ সকল প্লাবিত হইবে এবং লোকের ক্রন্দনধ্বনি ও মার্ মার্ হাহাকার শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ স্বীকার না করিবেন যে, তৎকালে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্র সকলই বিলুপ্ত হইবে এবং অজ্ঞান-তিমির আসিয়া ভারতের জ্ঞানসূর্য্যকে গ্রাস করিবে। ফলতঃ এই সময় হইতে সবিশেষ যত্ন না করিলে, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহারা এদেশ পরিত্যাগ করিলে এই সমস্ত সুখরাশি হইতে আমাদিগকে একান্তই বঞ্চিত হইতে হইবে। অতএব যাহাতে এতদ্দেশীয় জনগণ রেলওয়ে,

টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করত স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ও আপনাদের সুখবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন, সাধ্যানুসারে তাহার উপায় বিধান করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি। হে ভারত-তনয়গণ! আর কত কাল তোমরা এরূপ মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে, আর কত কালই বা তোমরা আর্য্য-বংশসম্ভূত হইয়া ম্লেচ্ছদিগের পাদলেহন করিবে। অতঃপর জাগরিত হও এবং আপনাদের উন্নতি-সাধনে ও স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর!

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনের ফল।

যে শাস্ত্র দ্বারা বিশ্বব্যাপার সমুদায় কিরূপ নিয়মানুসারে নিষ্পাদিত হইতেছে, তাহা আমরা অবগত হইয়া অনাগত বিষয়ও অনায়াসে গণনা করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র। ফরাসিদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতচূড়ামণি মহাত্মা কোম্তে বলেন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন জীবনতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, এই কয়েকটী বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের গতি ও পরিমাণাদি নিরূপিত হয়। পদার্থদর্শনে জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম এবং তাপ, আলোক ও তাড়িতাদি প্রাকৃতিক শক্তির বিষয় বর্ণিত থাকে। রসায়ন-শাস্ত্রে একজাতীয়

দ্রব্যের সহিত অন্যজাতীয় দ্রব্যের সংযোগ বা বিয়োগ বশতঃ কিরূপ গুণান্তর উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। জীবনতত্ত্বে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত এবং আত্মবিদ্যায় মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ উল্লিখিত হয়। আর সমাজতত্ত্বে সমাজ-সংস্থিতির নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এই সকল শাস্ত্রগুলির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটীর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দুরূহ ও জটিল। মহাত্মা কোম্তের মতে জ্যোতিষ ও সমাজতত্ত্ব যথাক্রমে বিজ্ঞানরূপ বর্ণমালার আদ্য ও অন্ত্য বর্ণ।

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় যেরূপ মার্জ্জিত হয়, অন্যশাস্ত্র-শিক্ষায় কদাপি সেরূপ হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র-প্রকাশিত অশ্রুতপূর্ব্ব ও অবিদিতপূর্ব্ব ব্যাপার সকল অবগত হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়, কবি-কপোল-কল্পিত অলীক উপাখ্যান পাঠে কখনই সেরূপ হয় না। ভারতভূমির উত্তরে—যেখানে এক্ষণে অভ্রভেদী. দেবতাত্মা, নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থিতি করিতেছেন—তথায় এককালে সাগরজলে জলচর জীব সকল অধিবাস করিত ও সুমেরুসন্নিহিত চিরনীহারাবৃত ভূভাগে পূর্ব্বকালে ভূধরোপম, লোম-পরিবৃত গজেন্দ্র সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব এই জীবলোকে রাজত্ব ও প্রধানত্ব করিয়া আসিতেছে, কখন কীটাণুগণ, কখন শঙ্খশম্বুকাদি, কখন মৎস্য, কখন বা সরীসৃপ, কখন বা পশ্বাদি এই জীবলোকে আধিপত্য করিয়াছে

ও অবশেষে মনুষ্য আসিয়া সমগ্র ধরাতল স্বীয়করতলস্থ করিয়াছেন ও কালসহকারে উৎকৃষ্টতর জীবের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাহারও তিরোভাব হইতে পারে; এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, কবিকল্পিত কাল্পনিক উপন্যাস পাঠে কখনই সেরূপ হয় না।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যে শক্তি প্রভাবে বৃক্ষাদি হইতে ফলাদি ভূতলে নিপতিত হয়, সেই শক্তির গুণেই চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ও পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রামিত হইতেছে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, হীরক ও অঙ্গার একই পদার্থ; এবং ইহা দ্বারাই অবধারিত হইয়াছে যে, গন্ধকাদি কতিপয় পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে যে শক্তির সঞ্চার হয়, সেই শক্তি দ্বারাই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যার অনুশীলনগুণে আমরা অবগত হইয়াছি যে, দহনশীল বায়ুবিশেষ হইতে অনলবৈরি জলের জন্ম হইয়াছে এবং প্রাণনাশক বায়ুবিশেষের সহিত অপর একটী বায়বীয় পদার্থের সম্মিলনে জগৎপ্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের যে সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা দুঃসাধ্য। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট, মুদ্রাযন্ত্র ও ঘটিকাযন্ত্র, দিগ্‌দর্শন, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ, তারের সংবাদ ও

গ্যাসের আলোক ইহারা সকলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রমহিমা প্রচার করিতেছে। অধিক কি, এই বিদ্যাপ্রভাবে ইউরোপখণ্ড-নিবাসী জনগণ ধরাধামে বাস করিয়াও স্বর্গীয়-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

অধুনা এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজি ভাষা ও তৎ-সহকারে ইংরাজি সাহিত্যাদির সবিশেষ আলোচনা হইতেছে। পরন্তু যে বিদ্যাপ্রভাবে আমাদিগের রাজপুরুষগণ এতাদৃশ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সেই পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রায় কোন বিদ্যালয়েই দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক কাব্যরসাস্বাদনার্থ কিংবা আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশের নিমিত্ত, বাল্মীকি ও কালিদাস এবং বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য থাকিতে ভারতসন্তানদিগের সেক্স-পীয়র ও মিল্টন, কি প্লেতো ও বর্ক্লির উপাসনা করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিজ্ঞানশৈলে আরোহণ করিতে হইলে, আর্য্যবংশীয়দিগকে বেকন ও নিউটনের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব যদি বুদ্ধিবৃত্তি-সমুদায়ের যথাবিধানে পরিচালনা করা প্রার্থনীয় হয়, যদি বিশ্বব্যাপার সমুদায়ের কারণ অনু-সন্ধান করা মানবীয় মনের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি গগনমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির আকার প্রকারাদি পর্য্যালোচনা করা প্রীতি-প্রদ বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যদি জল, বায়ু, তাপ, তাড়িতা-দির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ুরাশি।

অ.মাদিগের আবাসভূমি বসুন্ধরা বিশাল বায়ুরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুরাশি অনবরত ভ্রাম্যমান হইতেছে এবং বর্ষে বর্ষে সূর্য্যমণ্ডলকে এক এক বার প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই বায়ুরাশি সুগভীর সমুদ্র হইতেও গভীর ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতেও উচ্চ; কেহ কেহ অনুমান করেন ইহার উন্নতি এক শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহা হউক, ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্যূন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। যেরূপ মৎস্যাদি জলচর জীবগণ বারিনিধি-সাগরে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমরা এই প্রবিস্তীর্ণ বায়ুময় সাগরে বাস করিতেছি। ইহা এরূপ লঘু, যে প্রজাপতির পক্ষ দ্বারাও সঞ্চালিত হয়, অথচ ইহা দ্বারাই আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণব-পোত দুস্তর সাগরপারে নীত হইয়া থাকে। কখন বা ইহা এরূপ প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করে যে, ঊর্ণনাভের তন্তুও ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, আবার কখন বা ভীষণাকার ধারণ করিয়া এরূপ প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে থাকে যে, ইহার ভয়ঙ্কর আঘাতে তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গও চূর্ণ হইয়া যায়। কখন বা সুমন্দ হিল্লোল আমাদিগের সর্ব্বশরীর শীতল করে এবং কখন দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আমাদিগকে ব্যাকুলিত করে। কখন বা মৃদু মন্দ লহরীলীলায় জনগণকে পুলকিত করে এবং কখন বা উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আকুলিত করে। কখন বা শারদীয় পঞ্চমীতে ধনরত্ন-লোকাদি-

পরিপূর্ণ নৌকা জলমগ্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি বিস্তার করে এবং কখন বা অরাতিপরিবেষ্টিত পুরীশ্রেষ্ঠ পারী নগরী হইতে ব্যোমযান আনয়ন করত তথায় যে সমস্ত মহাত্মগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত করে।

বায়ু না থাকিলে, কি উষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়নগোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে, নিশাবসান না হইতে হইতেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদিত হইয়া খরতর কর বর্ষণপূর্ব্বক জীবগণকে দগ্ধ করিত এবং দিনশেষ না হইতে হইতেই দিনমণি বসুন্ধরাকে ঘোরতর তিমিরসাগরে নিমগ্ন করিয়া অস্তমিত হইত। বায়ু না থাকিলে, দীপাদি আলোক প্রদান করিত না ও কাষ্ঠাদি হইতে বহ্নি উৎপন্ন হইত না। বায়ু না থাকিলে, কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনীরূপ সিঁথিতে সমুজ্জলিত হইত না। বায়ু না থাকিলে, বিমানচারী বারিদগণ বারি বর্ষণ করিত না। বায়ু না থাকিলে পর্ব্বতনন্দিনী সুস্বাদু-সলিল শালিনী প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীগণ কলকল রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না থাকিলে, শ্যামলদূর্ব্বাদলশিরে শিশিরবিন্দু সকল মুক্তাফলরূপে কখনই শোভা পাইত না। বায়ু না থাকিলে, কি বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দ, কি পক্ষিগণের কলরব, কি সুমধুর গীতধ্বনি, কি ঘোরতর বজ্রনাদ, কিছুই আমরা শুনিতে পাইতাম না। অন্য কথা দূরে থাকুক, বায়ু না থাকিলে আমরা ক্ষণমাত্র জীবিত

থাকিতে পারিতাম না। এই নিমিত্তই ইহার জগৎপ্রাণ নামটী অন্বর্থ হইয়াছে।

প্রাচীনেরা বায়ুকে মূল পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইযাছে; পরন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানপরায়ণ মনীষিগণ বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যতদূব নিরূপণ কবিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, ক্ষিতি জল ও বায়ু যৌগিক পদার্থ; আর আকাশ একপ্রকার অতি বিরল সূক্ষ্ম ও স্থিতিস্থাপক-গুণ-সম্পন্ন পদার্থ, উহা সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং উহারই সঞ্চালনে তেজের সঞ্চাব হয়। রসায়নবেত্তা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন অম্লজনক ও যব-ক্ষারজনক নামক দুইটী বায়বীয় পদার্থের মিলনে জগৎ-প্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। রাসায়নিকদেব মতে বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, কেননা ইহার উপাদানদ্বয় রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে, একত্র মিশ্রিত হইয়া আছে এই মাত্র। পূর্ব্বোক্ত অম্লজনক-নামক বায়বীয় পদার্থটী আমরা নিঃশ্বাস সহকারে শরীবাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহার অভাবে এক মুহূর্ত্তও আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি না; এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে 'প্রাণবায়ু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অম্লজনক বাযুব দাহিকা শক্তি অতি চমৎকার। একটী নির্ব্বাপিত দীপশলাকার অগ্রভাগ মাত্র লাল থাকিতে থাকিতে যদি অম্লজনক বায়ু-পূর্ণ কোন পাত্র-মধ্যে নিমজ্জিত করা যায়,

তাহা হইলে উহা অমনি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ফলতঃ কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত দাহ্য পদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজনকের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির সহিত বায়ুস্থিত অম্লজনকের সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অম্লজনকের দাহকতাশক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর যে বায়ুরাশিতে যদি শুদ্ধ অম্লজনক থাকিত তাহা হইলে তাবৎ বস্তু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এই নিমিত্ত করুণানিধান পরমেশ্বর যবক্ষারজনক-নামক অপর একটী কোমলস্বভাব বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার উগ্রস্বভাবের খর্ব্বতা সম্পাদন করিয়াছেন। উল্লিখিত অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক দুইটী পদার্থ ব্যতীত বায়ুরাশিতে আরও কতিপয় পদার্থ আছে, তন্মধ্যে অঙ্গারিকাম্ল বায়ু প্রধান। জীবগণ নিঃশ্বাসের সময় বায়ুস্থ অম্লজনক শরীর-মধ্যে গ্রহণ করে এবং অঙ্গারিকাম্ল নামক একপ্রকার বিষাক্ত বায়ু বিসর্জ্জন করে। কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিলেও এই বিষম বায়ু উৎপন্ন হয়। দীপাদি জ্বালাইলেও ইহার উৎপত্তি হয়। যাত্রা মহোৎসবাদির রাত্রিতে উৎসবভূমিতে যে লোকের এত কষ্ট হয় তাহার কারণ এই যে সমাগত লোকদিগের নিঃশ্বাস-বিনিঃসৃত ও দীপাবলী-সমুত্থিত অঙ্গারিকাম্ল বায়ুতে তথাকার বায়ুরাশি দূষিত হইয়া উঠে। পরন্তু এই অঙ্গারিকাম্ল বায়ু উদ্ভিজ্জগণের পক্ষে মহোপকারী। প্রাণিগণ যেরূপ অম্লজনক গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, উদ্ভিজ্জগণ সেইরূপ অঙ্গারিকাম্ল বায়ু হইতে

অঙ্গাব ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। উদ্ভিজ্জেরা অঙ্গারিকাম্লের অম্লজনক ভাগ বিসর্জ্জন করে এবং আমরা সেই অম্লজনক লইয়া অঙ্গারিকাম্ল বায়ু পরিত্যাগ করি।

বায়ুবাশিতে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান আছে। যেখানকার বায়ুতে জলীর বাষ্প নাই সেখানে আমরা কদাচ থাকিতে পারি না। লুঃ, সাইমুন প্রভৃতি বাতাস যে এত ভয়ঙ্কর, উহাতে জলীয বাষ্প নিতান্ত অল্প থাকাই তাহার কারণ। বায়ুবাশিতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা শিশির কুজ্-ঝটিকা ও মেঘরূপ ধারণ করিয়া বসুন্ধরাকে শীতল করিয়া থাকে।

শিশির।

রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু-রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুব অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দু রূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ-সংযোগে পৃথিবী-পৃষ্ঠ সমুত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে যেপরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীর্ণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেইপরিমাণে বাষ্প থাকিবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে

তত কম বাষ্প থাকিতে পারে, অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক শীতল হইলে, যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশিরসঞ্চার হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণ শক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণে সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশিরসঞ্চার হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকীরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি সমধিক-বিকীরণ-শক্তিসম্পন্ন দ্রব্যাদির উপর প্রচুর পরিমাণে শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে।

যদ্দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ বিকীরণের প্রতিবন্ধকতা হয়, তদ্দ্বারা শিশিরসঞ্চারেরও প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে। আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ বিকীরণ দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেননা মেঘাবলী হইতে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপর পতিত হয়, একারণ মেঘাচ্ছন্ন নিশিতে সেরূপ শিশিরসঞ্চার হয় না। বিস্তৃতশাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন হয় না।

বায়ু যত সরস হয়, শিশিরসঞ্চারও তত অধিক হইয়া থাকে। মন্দ মন্দ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্যাদি সমধিক শীতল হয় এবং শিশিরসঞ্চার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে তৎসংস্পর্শে দ্রব্যাদি উষ্ণ হয় একারণ শিশির উৎপন্ন হয় না।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ভাব।

তুষারাকীর্ণ তুঙ্গশৃঙ্গসম্পন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী, বিস্তৃতশাখাসমন্বিত-মহীরুহসমাকীর্ণ মহারণ্য, প্রতপ্তবালুকাপূর্ণ প্রবিস্তীর্ণ মরুভূমি, দারুণ-হিমানী-আবৃত ভীষণ প্রান্তর, নবীনদূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র ও নীলাম্বুরাশিপরিপূর্ণ সীমাশূন্য সুগভীর সমুদ্র পরিশোভিত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সন্দর্শন করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশের অবস্থা অবগত হইতে কোন্ চিন্তাশীল জনের চিত্তে কৌতূহল-শিখা সমুদ্দীপ্ত না হয়? পরন্তু ভূপৃষ্ঠ যেরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, ভূগর্ভ সেরূপ নহে। এ নিমিত্ত আমরা পৃষ্ঠদেশের আকার প্রকারাদি অবধারণে সমর্থ হইলেও অভ্যন্তর ভাগের নৈসর্গিক ভাব নির্ণয় করিতে নিতান্ত অক্ষম।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও সীমাকুণ্ডাদির জলের উষ্ণতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ

অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে সৌর তেজ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ ভূপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই প্রতি ৬০ ফুটে ১ অংশ করিয়া উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ভূপৃষ্ঠ হইতে কতিপয় ক্রোশ নিম্নে তাপের এরূপ ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ তাবৎ দ্রব্যই দ্রব হইয়া যায়। আরও সকলেই অবগত আছেন পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। আবর্ত্তনবশতঃ তরল বস্তুরই কেবল ঐরূপ আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, কঠিন বস্তুর ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে; ফলতঃ এই সকল কারণে অনেকে অনুমান করেন সমুদায় ভূমণ্ডল এককালে তরল ও অগ্নিময় ছিল; পরে বহুকাল পর্য্যন্ত অবিরত তেজ বিকীর্ণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে পৃষ্ঠভাগ কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে এখন পর্য্যন্ত অগ্নিময় সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সমুদায় ভূমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ অধিক; কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ প্রস্তরাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫ হইতে অধিক নহে। সুতরাং বলিতে হইবে ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রব্যাদি অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত ভারী। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময়, দ্রব এবং অপেক্ষাকৃত গুরু দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

মহাসাগর।

যে বিশাল জলরাশি অবনীমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যে বিস্তীর্ণ লবণার্ণবের বক্ষঃস্থলে স্থানে স্থানে পর্ব্বত কানন গ্রাম নগরাদি সমাকীর্ণ দ্বীপ উপদ্বীপ ও মহাদ্বীপাদি স্থলভাগ শোভা পাইতেছে, যে নীলাম্বুরাশির হৃদয়াকাশে দিনমণি সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে সিন্ধুনাথের সীমাশূন্য সাম্রাজ্যের কোন না কোন অংশে রাত্রি শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে, যে মহার্ণবের উপকূল কোথাও শ্যামলতালীকুঞ্জে ও কোথাও বা শুভ্রবর্ণ তুষারজালে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; যে মহাসাগরের করালতম কল্লোল কোলাহল হিমানী-আবৃত-আগ্নেয়-গিরি-বিরাজিত কুমেরু হইতে তুষারাচ্ছন্ন সলিলাকীর্ণ সুমেরু পর্য্যন্ত নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে; যে বারিরাশি হইতে বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইয়া বারিদরূপে বারি বর্ষণপূর্ব্বক আতপতাপিত বসুন্ধরাকে সুশীতল করিয়া ফলপুষ্পে বিভূষিত করিতেছে, যে নীলাম্বুনিধি নিরুপম নীলবর্ণ দ্বারা নীরদশূন্য নির্ম্মল নীলনভস্তলকেও তিরস্কৃত করিতেছে, যে মহোদধি উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ ভীষণ অশনি প্রহারে নিয়ত ভূভাগের বিনাশ সাধন করিতেছে, যে নীরনিধি কলানিধির আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিয়ত তাহার অনুসরণ করিতেছে, যে মহাসমুদ্র রজনীযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় জলচর জীব দ্বারা স্থানে স্থানে আলোকময় হইতেছে, যে পয়োরাশি নাবিক বিদ্যা-প্রভাবে পোতপরিচালনের প্রকৃষ্ট

পথস্বরূপে পরিণত হওয়াতে বিদূরস্থিত জনপদসমূহও সাতিশয় সন্নিহিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যে অম্ভোনিধির মন্থনে, পুরাণের বর্ণনানুসারে, সুশীতল-রশ্মিসম্পন্ন-শীতাংশু-শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী, মহামূল্য কৌস্তুভমণি, হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, মহাগজ ঐরাবত ও অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সগরবংশীয়দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিবেচনায় পৌরাণিকেরা যাঁহারে সাগর নাম প্রদান করিয়াছেন—সেই সহস্র সহস্র শৈলনন্দিনী স্রোতস্বিনাগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিষেবিত, মণি-মুক্তা প্রবালাদি বিবিধ রত্নের নিকেতন, শঙ্খ-মৎস্যমকরাদি অসংখ্য-জলচর জীব নিবাস যাদসাম্পতি রত্নাকর মহাসাগরের অপ্রমেয় আয়তন, অতলস্পর্শ গভীরতা, অত্যুৎকট লবণাক্ততা, অত্যুজ্জ্বল নীলবর্ণ ও পর্ব্বতাকার তরঙ্গাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়!

যে সমস্ত বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া আমরা অধিবাস করিতেছি, এই মহাসাগরের সহিত তুলনা করিলে তাহাকেও নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রায় চারিভাগের তিন ভাগ সাগরজলে সমাবৃত। ভূপৃষ্ঠের পরিমাণ প্রায় ১৯,৭০,০০,০০০ ঊনবিংশ কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৫,২০,০০,০০০ পাঁচ কোটি বিংশতি লক্ষ বর্গ মাইল মাত্র স্থল এবং অবশিষ্ট ১৪,৫০,০০০ চৌদ্দ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইল জল। স্থলভাগের ন্যায় সাগরতলও পর্ব্বত, উপত্যকা, ও অধিত্যকা-সমূহে সুশোভিত এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও ভূকম্পনে সমাকুলিত। যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, মেঘশ্রেণী ভেদ করিয়া

ভূপিণ্ডোপরি অধিষ্ঠিত রহিযাছে, তদপেক্ষাও উচ্চতর শত শত শৈলরাজী ইহার অগাধ জলতলে বিরাজ করিতেছে। স্থলভাগে যে সকল আগ্নেয় গিরি দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র অগ্নিময় পর্ব্বত, সাগরমধ্যে স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরেব গর্ভস্থিত কীরওয়া নামক যে আগ্নেয় পর্ব্বতটী জলরাশি ভেদ কবিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কি বিসুবিয়স, কি এটনা আর কাহাকেই ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় না। যে সমস্ত সুদূরগামিনী প্রবাহিনী সাগরমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের সহিত তুলনায় সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি প্রবল প্রবাহকেও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ এই মেদিনীমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ যে মহাসাগরের জলে সমাচ্ছন্ন, তাহার তুল্য বিশাল ও গাম্ভীর্য্যশালী পদার্থ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

অনেকে অনুমান করেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতা যত, মহাসাগরের গভীরতা তদপেক্ষা অধিক নহে; অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল মাত্র। পরন্তু নিশ্চয়রূপে মহাসমুদ্রের গভীরতা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। সাগরের গভীরতা সকল স্থলে সমান নহে; উপকূল হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই গভীরতা বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়; যে স্থানে উপকূল ক্রমনিম্ন সেখানে অনেক দূর গমন না করিলে সুগভীর সমুদ্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আর যে স্থলে উপকূল অপেক্ষাকৃত উচ্চ সেখানে কিয়দ্দূর গমন করিলেই সুগভীর সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সহস্র ভাগ সমুদ্রজলে প্রায় তিন ভাগ সামান্য লবণ আছে। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা সমুদ্রজল ভারী। সমুদ্রজলের লবণাক্ততা সর্ব্বত্র সমান নহে; যেখানে বৃহৎ বৃহৎ নদী আসিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে সেখানকার জলের লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত অল্প; আর যে স্থলে কোন নদীর সমাগম নাই অথচ প্রচণ্ড রৌদ্র-প্রভাবে নিয়ত বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছে সেখানকার সাগরজল অত্যন্ত লবণাক্ত। যে স্থলে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, কি প্রভূত পরিমাণে বরফরাশি দ্রবীভূত হয়, তথাকার সাগরজল তাদৃশ লবণময় নহে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে কোন কোন স্থলে সমুদ্রগর্ভ হইতে সুস্বাদু জল উৎসাকারে উৎসারিত হয়।

মহাসাগরের বর্ণ গাঢ় নীল; গগনতল যেরূপ নীল-বর্ণ, সাগরজলও প্রায় তদনুরূপ। কেহ কেহ বলেন সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় দ্রব্য দ্রবীভূত আছে বলিয়া এরূপ নীলবর্ণ দেখায়, পরন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত নহি। যখন কোন কোন নদীর জলও গাঢ় নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সমুদ্র জলের নীলবর্ণের কারণ যে তন্মিশ্রিত লবণরাশি ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। সমুদ্রজলের বর্ণ যে, সকল স্থানেই গাঢ় নীল এরূপ নহে; কোথাও বা হরিৎ, কোথাও বা শ্বেত, কোথাও বা লোহিত। উপকূল-সন্নিহিত জল মৃত্তিকামিশ্রিত হওয়াতে প্রায়ই বিবর্ণ।

গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সমুদ্রজলে রাত্রিকালে জল আন্দোলিত হইলে স্থানে স্থানে একপ্রকার অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন আভাময় কীটাণুবিশেষই তাহার কারণ। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সমুদ্রজল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, আর তথা হইতে যত মেরুপ্রদেশে যাওয়া যায় ততই উষ্ণতার হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়; মেরু-সন্নিহিত প্রদেশের সমুদ্র সর্ব্বদাই বরফে আচ্ছন্ন। উপরের জল অপেক্ষা ভিতরের জল শীতল, পরন্তু মেরুসন্নিহিত প্রদেশে উপরিস্থ বরফ ও জলরাশি হইতে ভিতরের জল বরং উষ্ণ।

বায়ু দ্বারা সমুদ্রজল চালিত হইলেই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রবল ঝটিকার সময়ে যে তরঙ্গ হয়, ৩০।৪০ হস্ত নিম্নে তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না। ভূমিকম্পনে সাগরতল কম্পিত হইলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা তলপ্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জলরাশি আন্দোলিত হয়। সমুদ্রতরঙ্গের উন্নতি প্রায় ৩০।৪০ হস্ত হইতে অধিক উচ্চ হয় না।

চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে মহাসমুদ্রে জোয়ার হয়। পৃথিবীর যে স্থান যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত হয়, তখন সেই স্থান অন্যান্য অংশ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তথাকার জল অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং তথাকার ঠিক পাদবিপক্ষ স্থানের জল অপেক্ষা সেই জলের ঠিক নিম্নস্থ কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে চন্দ্রের নিকটস্থ হয় এবং তথাকার জলও স্ফীত হইয়া

উঠে, (অথবা যদি স্ফীত হয় বলিলে বুঝিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে বল যে "ঝুলিয়া পড়ে")। চন্দ্র যদি ভূমণ্ডলের এক ভাগের উপরেই নিয়ত অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ আকর্ষণ নিবন্ধন পৃথিবীর আকারের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইত, কিন্তু জোয়ার হইত না। পরন্তু পৃথিবীর আহ্নিক-গতি-নিবন্ধন ভূমণ্ডলস্থ এক স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নস্থ হইতে না হইতে আর এক স্থান আসিয়া তাহার নিম্নে অবস্থিত হয়, সুতরাং সমুদ্রমধ্যে এক অতি বিস্তৃত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক-গতিপ্রযুক্ত চন্দ্র পৃথিবীস্থ স্থানমাত্রেরই মাধ্যাহ্নিক রেখাব উপর দিবা-রাত্রিতে দুই বার অবস্থিত হন, এই নিমিত্ত দিবা-রাত্রিতে দুই বার জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেরূপ জোয়ার উৎপন্ন হয়, সূর্য্যের আকর্ষণেও সেইরূপ একটী জোয়ার উৎপন্ন হয়; পরন্তু চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া চান্দ্র জোয়ারের ন্যায় সৌর জোয়ার প্রবল নহে। অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত থাকিয়া আকর্ষণ করে এই জন্য ঐ সময়ে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়, আর অষ্টমী নবমীতে তাহারা পাশাপাশি হইয়া আকর্ষণ করে এই নিমিত্ত ঐ সময়ে অল্প পরিমাণ জোয়ার হয়। দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে জলভাগ অধিক বলিয়া সেই স্থানেই জোয়ারের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় এবং ঐ স্থানে যে জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাই চন্দ্রের অনুগমন করিয়া পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। পরন্তু স্থলভাগের বাধা প্রযুক্ত

চন্দ্রের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত কোন স্থানের উপর দিয়া চন্দ্র গমন করিবার কিছুকাল পরে তথায় জোয়ার আইসে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে জোয়ারের সময় জলরাশি আন্দোলিত হয় কিন্তু পরিচালিত হয় না; একটী লৌহময় সুদীর্ঘ শৃঙ্খল ভূমির উপর বিস্তৃতভাবে রাখিয়া তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া ঝাড়া দিলে শৃঙ্খলটী চালিত না হইয়া যেরূপ আন্দোলিত হয়, সমুদ্রজলও জোয়ারের সময় চালিত না হইয়া তদ্রূপ আন্দোলিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন কোন নদীর মোহানায় জোয়ার-তরঙ্গ অতি প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া 'বান' উৎপাদন করে। জীব জন্তু জাহাজ প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয় তাহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

মহাসমুদ্রের কোন কোন অংশে প্রবল প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাতপ, বায়ু-প্রবাহ এই সকল সামুদ্রিক প্রবাহের কারণ। ক্রমাগত এক দিক্ হইতে বায়ু বহিলে সমুদ্রে স্রোত উৎপন্ন হয়। উত্তাপ প্রযুক্ত কোন স্থানে জল লঘু হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতল জল তদভিমুখে প্রবাহিত হয়। অপিচ বাষ্পোদ্গম হেতু যদি কোন স্থানের জল অপেক্ষাকৃত লবণময় ও গুরু হয়, তাহা হইলেও প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক স্রোতের মধ্যে 'উপসাগরীয় স্রোত' অতি প্রসিদ্ধ। এই প্রবাহটী মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। পৃথি-

বীতে এরূপ বৃহৎ প্রবাহ আর দ্বিতীয় নাই। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হইতেও ইহা বেগগামী ও বৃহৎ।

সূর্য্য।

এই বিশাল সৌর জগতের মধ্যস্থলে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, পৃথিব্যাদি গ্রহগণ যাঁহারে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, যাঁহার প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দ্বারা সমুদায় জগৎ সমুদ্ভাসিত হইতেছে, যাঁহার অংশুমালায় বিভূষিত হইয়া হিমাংশু রমণীয় রশ্মিজালে রজনী-যোগে গগনমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিতেছে, যিনি এই ভূলোকে এবং ভূলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লোকসমূহে বৃক্ষ লতা ও জীব জন্তুদিগের জীবনোপযোগী অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বলোকপ্রকাশয়িতা গভস্তিমান্ সবিতার তেজস্বিতা ও মহত্ত্বাদি ঘটিত যে সমস্ত তত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রভাতকালীন প্রভাকরের প্রসন্নমূর্ত্তি, মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর জ্যোতিঃ, ও অস্তগামী দিবাকরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, যে সমস্ত পুরাতন কবিগণ সুললিত কবিতাবলী রচনা করত তাঁহার স্তব করিতেন, না জানি তাঁহারা, তদীয় প্রবল প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে, আরও কত সুমধুরতর পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন।

এই সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য তৎসমুদায় অপেক্ষা বৃহৎ। উহার আয়তন এরূপ প্রকাণ্ড, যে অবনীমণ্ডলের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ১৩,৩১,০০০ ত্রয়োদশ লক্ষ একত্রিংশৎ সহস্র গুণ বৃহৎ। পরন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন যাদৃশ বৃহৎ, ভার সেরূপ অধিক নহে। মেদিনীমণ্ডলের যে ভার, সূর্য্যমণ্ডলের ভার প্রায় তদপেক্ষায় ৩,৬০,০০০ গুণ মাত্র অধিক। কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, সৌর পদার্থ সকল পার্থিব পদার্থ অপেক্ষায় অপেক্ষাকৃত বিরল ও লঘু। ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তু সকল পৃথিবী কর্ত্তৃক যে বলে আকৃষ্ট হয়, সূর্য্য তাহার পৃষ্ঠ-দেশস্থ দ্রব্য সকলকে তদপেক্ষা ত্রিশগুণ অধিক বলে আকর্ষণ করে। ভূপৃষ্ঠ হইতে কোন বস্তু উর্দ্ধে তুলিতে যে বল লাগে, সূর্য্যমণ্ডলে তাহাকে তুলিতে হইলে তদপেক্ষায় ত্রিশগুণ অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক। একোনত্রিংশৎ ব্যক্তিকে স্কন্ধোপরি লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া যাদৃশ অসম্ভব, সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে তথায় আমাদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া থাকা তেমনি অসাধ্য হইয়া উঠে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯,৫০,০০০ নয় কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। উহার আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, পৃথিবীর ন্যায় উহারও উভয় পার্শ্ব কিঞ্চিৎ চাপা। দূরবীক্ষণ-সহকারে দৃষ্টি করিলে সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি কৃষ্ণ-বর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন

সূর্য্যের কলঙ্ক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেরূপ বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ একপ্রকার অত্যুষ্ণ প্রদীপ্ত বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ ঐ পরিবেশের কিয়দংশ নিরাকৃত হওয়াতে তন্মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল প্রদেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই সকল চিহ্নগুলি সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না। একবার যে চিহ্নটীকে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিট অতীত না হইলে আবার তাহারে সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাতেই বোধ হয়, পৃথিবী যেরূপ স্বীয় মেরু-দণ্ডের উপর ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেইরূপ স্বীয় কক্ষোপরি ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিটে আবর্ত্তন করিতেছে। পরন্তু কোন চিহ্নই চিরস্থায়ী নহে; চারি পাঁচ বারের অধিক কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের সংখ্যাও সর্ব্বদা সমান থাকে না। কখন সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না, আবার কখন বা রাশি রাশি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের হ্রাস ও আর সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতি একাদশ বর্ষে সূর্য্যকে একবার কলঙ্কশূন্য ও এক বার কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কলঙ্কের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ভূমণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে

পারি না। যাহা হউক, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের আধিক্য হইলে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা সাতিশয় বিচলিত হয় এবং মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে ভূরি ভূরি অরোরা নামক বিচিত্র আলোকরাশি উদিত হইয়া নভঃস্থল আলোকিত করে।

ভূমণ্ডলে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পদার্থের যোগেই সূর্য্যমণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে। লৌহাদি কতিপয় ধাতু যে সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যমান আছে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য নিজে তেজোময় নহে; একপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত থাকাতে ঐরূপ তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু বাষ্পীয় পদার্থ সকল সাতিশয় উত্তপ্ত হইলেও তাদৃশ প্রভাশালী হয় না; এই নিমিত্ত কোন কোন পদার্থবিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, বাষ্পীয় পরিবেশের অভ্যন্তরস্থ তেজোময় কঠিন অথবা দ্রব পদার্থ হইতেই শুভ্র ও প্রখর জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হয়।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে তেজ প্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা অন্যূন ২৩০,০০,০০০ গুণ অধিক তেজ উহা হইতে নিয়ত চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তথাপি উহার অপরিমেয় তেজোরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাশি রাশি উল্কা অনবরত সূর্য্যোপরি বর্ষিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করাতেই সৌরতেজের হ্রাস হয় না। এক জন ইংলণ্ড-দেশীয় পণ্ডিত বলেন, উল্কাবর্ষণবশতঃই সৌরতেজের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আর উল্কাপাত হয় না; সূর্য্য-মণ্ডল এক্ষণে শীতল হইতেছে। জর্ম্মনদেশীয় কোন পণ্ডিত

অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডল প্রথমে প্রতপ্ত বাষ্পময় পিণ্ড ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইতেছে। তিনি গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, ১,৭০,০০,০০০ বর্ষ এইরূপে তেজ বিকীর্ণ করিলে পর সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন পৃথিবীর ন্যায় হইবে।

এই সৌর জগতে যে সমস্ত তেজোময় বস্তু আছে, তন্মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। তাঁহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি; কিন্তু তিনি যে কোথা হইতে তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয় অবগত নহি। তাপ, আলোক ও গতি বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে তিনিই প্রকাশমান হইতেছেন। দাবাগ্নি বৈদ্যুতাগ্নি ও বজ্রাগ্নিতে তিনিই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্রজলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নবপল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষি[illegible] ছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বট[illegible] করিয়া পুনরায় কুঠার দ্বারা তাহাকে ছে[illegible] তিনিই হয়াকারে আশুগতি গমন করিতেছেন, [illegible] কারে আকাশমার্গে উড্ডান হইতেছেন, তিনি[illegible]রূপে জলমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। তিনিই বীজ বপন করিতেছেন, তিনিই শস্য আহরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে আহার দিতেছেন। তিনিই তূলা রোপণ করিতেছেন, তিনিই সূত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই বস্ত্র বয়ন করিতে-

ছেন, তিনিই খনি হইতে অপরিষ্কৃত লৌহ তুলিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিতেছেন, তিনিই রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই জলকে সন্তপ্ত করিয়া বাষ্প করিতেছেন, তিনিই বাষ্পীয় শকটকে বায়ু বেগে লইয়া যাইতেছেন। তিনি তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন, এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্দ্ধানের অন্তর্গত কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। পাঠকগণ! এ সকল কবিকপোলকল্পিত অলীক কথা নহে; পরন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্রসম্মত যুক্তিসিদ্ধ বাক্য, ইহাতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সংশয়ের বিষয় নাই।